নিরাপত্তা ও ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক কোর্স

থেকে নেয়া ক্লাস নোট

"আবু আব্দুল্লাহ বিন আদম"

নিরাপত্তা রক্ষার্থে নাম গোপন রাখা হলো

ওয়াযিরিস্তান, পাকিস্তান

প্রকাশিত ১৪৩২ হিঃ

সুচিপত্র

দলের নথিপত্র

ফাইল স্থানান্তর করা

ফাইল ধ্বংস করার পদ্ধতি

পরিচয়পত্রের মৌলিক বিষয়সমূহ

সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা

কাজের কিছু মৌলিক বিষয়

যোগাযোগ মাধ্যম

১. চিঠি

চিঠি পাঠানো

চিঠি হস্তান্তর করা

চিঠি লুকানো

২. টেলিফোন

৩. ওয়্যারলেস/ওয়াকি-টকি

৪. এসএমএস/ফ্যাক্স

মিটিং ও গেট-টুগেদার (একত্র হওয়া)

মিটিং আয়োজন করা

সফরে নিরাপত্তা

হোটেল নিরাপত্তা

বিভিন্ন ধরণের বাহন

প্রপাগান্ডা / বিরোধী প্রচারণা

দলের ওপর প্রচারণার প্রভাব কমানো

শত্রু কিভাবে প্রচারণা চালায়

আত্মরক্ষামূলক নিরাপত্তা

সেফ হাউজ

লক্ষ্য

প্রয়োজনীয় গুণাবলী

আক্রমণাত্মক নিরাপত্তা

কাউকে অনুসরণ করা

অনুসরণকারী/নজরদারের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

অনুসরণ করার সময় যেসব বিষয়ে নজর রাখা জরুরি

অনুসরণ করার সময় যেসব সরঞ্জাম ব্যাবহার করা জরুরি

কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে কি না কিভাবে জানবেন

গাড়ি দিয়ে কাউকে অনুসরণ করার ব্যাপারে জরুরি বিষয়াদি

গাড়ি দিয়ে কাউকে অনুসরণ করার সময় যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে

আপনার গাড়িকে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না কিভাবে জানবেন

এক জায়গায় স্থির থেকে নজরদারি/সারভেলেন্স

কাভার স্টোরি/ছদ্মপরিচয়

অফিসিয়াল

আন-অফিসিয়াল

আন-অফিসিয়াল ছদ্মপরিচয়ের প্রকার

গভীর ছদ্মপরিচয়

সাধারণ ছদ্মপরিচয়

যথাযথ ছদ্মপরিচয়ের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

লুকানো

কিছু লুকানো বা নিরাপদ স্থানে রাখার আগে বিবেচ্য বিষয়াদি

ডেড ড্রপ বক্স

ডেড ড্রপ বক্স-এর শর্তাবলী

সুবিধা

অসুবিধা

যেসব বিষয়ে নজর রাখতে হবে

চিঠির ক্ষেত্রে

অস্ত্রের ক্ষেত্রে

যে ড্রপ করছে

যে পিক-আপ করছে

চিহ্নের শর্তাবলী

চার প্রকার চিহ্ন

কারও অজান্তে তার কাছ থেকে তথ্য নেয়া

প্রশ্নোত্তরের আগে যেসব বিষয় প্রস্তুত করতে হবে

কি ধরণের প্রশ্ন করতে হবে

জিজ্ঞাসাবাদ/জেরা

প্রাথমিক পর্যায়

প্রশ্নপর্ব

জেরা ঘর

সাধারণ কিছু পয়েন্ট

নিরাপত্তা ও ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক কোর্স থেকে নেয়া ক্লাস নোট

ভুমিকা:

এই অনুবাদটি মুজাহিদীনদের দ্বারা উর্দু ভাষায় পরিচালিত মূল কোর্সটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কোর্সটি মূলত সেসব ভাইদের উদ্দেশ্যে সাজানো যারা উচ্চঝুকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করবে। কোর্সটি নিরাপত্তা ও ইন্টেলিজেন্স দুই বিষয়েই ফোকাস করে। যেহেতু আমাদের মূল লক্ষ্য ভাইদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা দেয়া, তাই খাস করে ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আমরা বাদ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মূল কোর্সের ভিত্তিটি নেয়া হয়েছিলো একটি পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স ম্যানুয়াল থেকে। তাই এর কিছু বিষয় পাকিস্তানি পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে লেখা। তবু এটাই খুরাসানে দেয়া প্রায়

সব নিরাপত্তা ও ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক কোর্সের মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যাবহৃত হয়েছে, তা উর্দু, পশতু কিংবা আরবি যে ভাষাতেই হোক।

যাই হোক, নিরাপত্তা নীতি এমন বিষয় যা দেশ, শহর এবং চলতি ঘটনাবলীর ওপর নির্ভর করে দ্রুত বদলে যায়। এমনকি ব্যাক্তিবিশেষেও এর পরিবর্তন হয়। ফলে বিস্তৃত একটি নিরাপত্তা কোর্স দেয়া অসম্ভব।

যেমন বলা হয়েছে, বাংলা ভাষায় এই কোর্সটির সংস্করণ প্রকাশ করার লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ভাইদের 'নিরাপত্তার মৌলিক বিষয়াদি' সম্পর্কে ধারণা দেয়া, যা থেকে তারা তাদের স্থান-পরিবেশ অনুযায়ী নিয়ম-কানুন ও মাপকাঠি বের করে নিতে পারে।

একটি দেশের নিরাপত্তাকে দুটি শাখায় বিভক্ত করা যায়

১. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

২. বাহ্যিক নিরাপত্তা

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা:

এদের কাজ হচ্ছে যেকোন উপায়ে বিদ্রোহ ও সভা-সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। প্রতিরক্ষার প্রথম সারিতে থাকে পুলিশ যার কাজ হচ্ছে অপরাধ সীমিত রাখা। পরের সারিতে থাকে রেঞ্জারস। এদের দায়িত্ব দেশের বিভিন্ন এলাকা রক্ষা করা আর কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কে প্রবেশ করছে বা ত্যাগ করছে তার ওপর নজর রাখা। এর পাশাপাশি তাদেরকে বিক্ষোভ সমাবেশ ভেঙে দেয়ার কাজেও ব্যাবহার করা হয়।

একটা বিষয় জেনে রাখা জরুরি যে যদি পুলিশ/রেঞ্জারসরা কাজে একনিষ্ঠ হয় তাহলে একসময় সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু যদি তারা ঘুষখোর দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে অবিচার ছড়িয়ে পড়ে। পরিণামে দেশ অভ্যুত্থানের দিকে অগ্রসর হয়। আদর্শ সরকারের একটি উদাহরণ হচ্ছে তালিবান সরকার। তাদের আইনপ্রয়োগকারীরা শরিয়ত মোতাবেক কাজ করতো – ভালোর আদেশ করতো আর মন্দের নিষেধ করতো। তাকওয়া জীবিকা থেকে আসে না, আসে ঈমান থেকে। পুলিশের যদি ঈমান থাকে, পরিণতিতে তাকওয়া আসে, ফলে দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয়। ঈমানের বিভিন্ন ধাপ আছে। প্রথমটি হলো হাত দিয়ে মন্দকে প্রতিরোধ করা। দ্বিতীয়টি হলো জিহ্বার মাধ্যমে মন্দকে প্রতিরোধ করা। তৃতীয় ও সর্বনিম্নটি হচ্ছে অন্তর থেকে মন্দকে ঘৃণা করা। আলহামদুলিল্লাহ, তালিবান প্রথম ধাপটিই প্রয়োগ করেছিলো। একারণেই সারা বিশ্বের কাফিররা তাদেরকে উৎখাত করার চেষ্টায় দলবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিরক্ষার পরের সারি হচ্ছে সৈন্যবাহিনী। এটা কয়েক ভাগে বিভক্ত: সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী। এদের সবই রাষ্ট্রের বাহ্যিক নিরাপত্তার ওপর নজর রাখে। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর আরেকটি অংশ আছে যেটা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে। পাকিস্তানে এদের নাম এফ.আই.এ। মুজাহিদীনদের জন্য এরা সবচেয়ে বিপজ্জনক। এদের একমাত্র লক্ষ্য জিহাদি চিন্তাধারা আছে এমন লোকদের খুঁজে বের করা। যদি এরকম একজনকেও তারা খোঁজে, একাজে তারা ১০০০ কর্মী নিয়োগ করতেও প্রস্তুত। তার কারণ একজন চিন্তাদর্শবাদী ব্যাক্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক, সে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে শেইখ উসামা বিন লাদেন (রাহিমাহুল্লাহ) যিনি এই মহান দ্বীনের জন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর কাফিরদের মাঝে সেটা বিরাট আতংকের সৃষ্টি করে। তিনি ছিলেন একজন মাত্র, ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে তিনি এই পর্যায়ে পৌছেছেন – ঠিক যেমন বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটা একসময় প্রবাহের সৃষ্টি করে। আর এর থেকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি – 'লাভজনক কাজ সেটাই যেটাতে বহাল থাকা যায়'।

বাহ্যিক নিরাপত্তা:

এধরণের নিরাপত্তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তানের গোপন তথ্যাদি বহির্বিশ্বের কাছে ফাঁস হওয়া থেকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে অন্য দেশের গোপন তথ্য চুরি করা। মূল যে সংগঠনটি এসব কর্মকান্ড চালায় সেটা হলো আই.এস.আই। তাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিলো যখন ডঃ আব্দুল কাদির খান পারমাণবিক তথ্য বিদেশে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। আর তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছিলো ১৯৯১ সালে। ইসরায়েল এবং ভারত পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্রের ওপর জেট ও অন্যান্য বিমান ব্যাবহার করে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু এক ইরাকি (বা ইরানি) লোক এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হওয়ার ১২ ঘন্টা আগেই এসম্পর্কে আই.এস.আই-কে জানিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সরকার সেনাবহিনীকে আসন্ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে রাখে। ফলে পারমাণবিক কেন্দ্রের ওপর আক্রমণটি বাতিল করা হয়। অদ্ভুত এই যে, পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্সেরই কেউ একজন এই ব্যাপারটি ইসরায়েল ও ভারতের কাছে ফাঁস করে দেয় যে পাকিস্তান সরকার আসন্ন আক্রমণটির ব্যাপারে অবগত, যার ফলে তারা মিশনটি বাতিল করে। আমাদের এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে এক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি যেমন আরেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে, তারা মুজাহিদীনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টার ক্ষেত্রেও সেটা সত্য।

দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোথায় কাজ করে?

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ হচ্ছে সাংবাদিক হিসেবে এজেন্ট নিয়োগ দেয়া। এছাড়া তারা ট্যাক্সি চালক, দোকানদার, ইত্যাদি ব্যাবহার করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরই ব্যাবহার করা হয়। যেমন ড্যানিয়েল পার্ল ছিলো আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার নিয়োজিত এজেন্ট। একজন এজেন্ট যখন এরকম কোন কাভার (ছদ্মপরিচয়) ব্যাবহার করে, সেটা কাজে লাগিয়ে সে পৃথিবীর যেকোন জায়গায় চলে যেতে পারে। সে যদি অনুসন্ধান করে বা লোকজনকে স্পর্শকাতর প্রশ্ন করে বেড়ায়, সে তো তার পেশাসুলভ কাজই করছে, একজন সাংবাদিক যেমন গল্পের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করে তেমন। আরেকটি কারণ হচ্ছে, এটি একটি সম্মানিত পেশা, আর এটা যেকোন দেশের আমলা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মেশার সুযোগ করে দেয়। কারণ সে সবসময় তাদের সাক্ষাৎকার নিতে থাকে এবং তাদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকে।

ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা:

যেকোন দলের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে তার সদস্যদের হিফাযত করা। আর পুরো দলের মধ্যে ইন্টেলিজেন্সে কর্মরত ভাইয়েরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে তাদের কাছে মিশন সংক্রান্ত সব গোপন তথ্য এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর তথ্যাদি থাকে।

একটি দলে দুই ধরণের সদস্য থাকে:

ক) প্রকাশ্য ভাইয়েরা – যেমন দলের গাড়িচালক, প্রশিক্ষক, ইত্যাদি

খ) গুপ্ত ভাইয়েরা – যারা তথ্য-উপাত্ত জড়ো করে, সফরে ব্যস্ত থাকে, ইত্যাদি।

দলের শ্রেষ্ঠাংশ হচ্ছে এর ইন্টেলিজেন্স সদস্যরা। তাদের বিভিন্ন ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয়। এদের হাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে বলেই কাফির ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো এই ইন্টেলিজেন্স ভাইয়েরা।

কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি একাই কাজ করবেন। কিন্তু অন্য অনেক সময়ে আপনাকে দলে কাজ করতে হবে। আপনি কিভাবে নতুন সদস্য সংগ্রহ করবেন?

দলের সদস্যের গুণাবলী

১. মুসলমান

২. নুন্যতম শিক্ষা আছে: এতে সে দ্রুত ও সহজে সবকিছু বুঝতে ও ধারণ করতে পারবে। শিক্ষার ধরণ সেকুলার (স্কুল/কলেজ) কিংবা ইসলামি (মাদ্রাসা) হতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি দুই ধরণের শিক্ষাই তার থাকে। কিন্তু তেমন কাউকে পাওয়া মুশকিল। এরকম কাউকে পেলে তার দিকে বাড়তি খেয়াল রাখতে হবে।

৩. তার দ্বীনের জন্য, আল্লাহর জন্য এবং উম্মতের জন্য কাজ করার সদিচ্ছা থাকতে হবে: এই গুণ তাকে এই পথের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত করবে। আমাদের বুঝতে হবে যে জিহাদ ইসলামের শিখর; তাই স্বভাবতই শয়তান আমাদের পথচ্যুত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবে। একটি উদাহরণ হচ্ছে পরিবারে জন্য তকলিফ ও সমস্যার সৃষ্টি হওয়া, কিন্তু এতে একজন সত্যিকারের মুজাহিদ জিহাদের পথ থেকে সরে যাবে না, কারণ সে জানে যে হাজারো মুসলমান পরিবার আছে যারা কাফিরদের হাতে কষ্টভোগ করছে।

৪. এমন ভাই যার তারবিয়াহ আছে: অর্থাৎ সে সঠিক আক্বীদাহ ও মানহাজ বোঝে, আর এই আক্বীদাহর জন্য সে সবকিছু কোরবানি করতে প্রস্তুত। এমন কেউ যে তার লক্ষ্যের ওপর স্থির, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, অর্থাৎ পথ কঠিন হোক বা সহজ, সে এই পথে অটল থাকতে বদ্ধপরিকর। তার এই গুণ আছে কি না জানার জন্য তাকে বিভিন্ন পরিক্ষার মধ্যে ফেলে দেখতে হবে সে কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে কি না এবং তার দায়িত্বে স্থির থাকে কি না। কঠিন পরিক্ষায় সে নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মেনে চলে কি না তাও লক্ষ্য করা যায়। তাকে রুটিনে অভ্যস্ত না হওয়া শেখানো জরুরি – যেমন নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো, ইত্যাদি। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় কাজ করার সময় কোন রুটিন রাখা চলবে না।

৫. বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মবিশ্বাস: কতৃপক্ষ বা গোয়েন্দা সংস্থার মুখোমুখি হলে এসব কাজে আসে। সে বিচলিত হয়ে একটি পুরো অপারেশন ভেস্তে দেবে না।

৬. বিশ্বস্ত হতে হবে: এই গুণ না থাকলে কাল সে টাকার লোভে পড়ে শত্রুর হয়ে কাজ করতে পারে। ঠিক এই সমস্যার কারণে পাকিস্তানে শেইখ খালিদ নামে এক প্রবীণতর ভাই গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনি এক পাকিস্তানি আনসারের সাথে কাজ করতেন যে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলো এবং তাতে একটা পা হারিয়েছিলো। তারা যখন একসঙ্গে ছিলো, সেই আনসারি খেয়াল করলো যে শেইখের কাছে বড় অংকের টাকা আছে। দীর্ঘসময় সে জিহাদে যুক্ত থাকা সত্বেও শয়তান তাকে টাকাটি হাতিয়ে নিতে প্রলুব্ধ করলো। সে চেয়েছিলো শেইখকে গ্রেফতার করার দায়িত্বে থাকা অফিসারের সাথে টাকা ভাগ করে নেবে। এলাকার উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে গিয়ে সে তার পরিকল্পনার কথা বলল, যে সে যদি টাকা ৫০:৫০ ভাগ করতে রাজি থাকে তাহলে সে ভাইটির ঠিকানা অফিসারকে দেবে তাকে গ্রেফতার করার জন্য। অফিসারটি এসব শুনে সেই আনসারির ওপর রেগে গেলো এবং তাকে বলল আল্লাহকে ভয় করতে আর আমেরিকানদের সাহায্য না করতে। সে তাকে বকতে থাকলো আর তাকে বাড়ি ফিরে যেতে এবং এরকম চিন্তাভাবনা ভুলে যেতে উপদেশ দিলো। দিন দশেক পর সেই আনসার আবার টাকাটার কথা চিন্তা করতে শুরু করল। এবার সে আগের অফিসারের চেয়ে উর্ধ্বতন এক অফিসারের কাছে গেলো। এই অফিসারটি রেইডে নেতৃত্ব দিয়ে ভাইটিকে আটক করলো আর টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিলো। শেইখকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া হলো। কিছুদিন পর আনসারিটি সেই অফিসারের কাছে গিয়ে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলে তাকে অবাক করে দিয়ে অফিসার তাকে জঙ্গিদের সাহায্য সহযোগিতা করার দোষ দিতে থাকল। অবশেষে

সে আনসারিটিকে আটক করে আমেরিকার হাতে তুলে দেয় আর তারা তাকে পরে কিউবায় পাঠায়। তার লোকসান দেখুন, সে না পেলো দুনিয়া, না পেলো আখিরাত। যেকোন মুজাহিদের জন্য এটি একটি মূল্যবান শিক্ষা – এখন জিহাদ করছেন বলে শয়তান আপনাকে ছেড়ে দেবে এটা কখনও ভাববেন না। বরং সে আরও বেশী পরিশ্রম করবে এবং এমনভাবে প্রলুব্ধ করবে যা সে আগে কখনও করেনি।

৭. একগুঁয়ে বা জেদি না

৮. এমন কেউ যে ভাইদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে না: কারণ এতে দলের কর্মপন্থা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

৯. এমন কেউ যে লোভী বা দুনিয়ায় আসক্ত না: কারণ তেমন হলে শত্রুদের জন্য এরকম কাউকে কিনে ফেলার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

১০. এমন কেউ যে তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করে না: যদি সে ধরা পড়ে এবং তাকে তথ্য ফাঁস করতে বাধ্য করা হয়, দল ও কাজের ক্ষতি যেন সীমিত থাকে।

১১. অতিরিক্ত কথা বলে না: ভুলক্রমে তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

দলের নথিপত্র

এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে ভাইদের নাম, দলের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন ফরম্যাটে থাকতে পারে: ফাইল, সিডি/ডিস্ক, অডিও, ভিডিও অথবা ছবি। সব কখনও এক জায়গায় রাখা যাবে না। ফাইল বিভিন্ন ধরণের হতে পারে:

১. সাধারণ ফাইল: এতে থাকতে পারে দলের খরচের হিসাব, যেমন খাবার, পেট্রল, ডাক্তারের ফিস, ইত্যাদি।

২. গোপনীয় ফাইল: এতে থাকে দলের সাধারণ গোপনীয় তথ্য আর সদস্যদের নাম।

৩. অতিগোপনীয় ফাইল: এতে থাকে কিছু নেতাদের এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে লো-লেভেল কাজে নিয়োজিত ভাইদের নাম।

৪. স্পর্শকাতর ফাইল: এতে থাকে দলের পরিকল্পনাসমূহ, অর্থদাতাদের নাম, দলের লক্ষ্য এবং কর্মপন্থা।

৫. টপ সিক্রেট ফাইল: এতে থাকে ইন্টেলিজেন্স বিভাগে কর্মরত ভাইদের সংক্রান্ত তথ্য, তারা কোথায় কাজ করছে, ভি.আই.পি-দের ওপর রিপোর্ট এবং অনুরূপ অত্যন্ত স্পর্শকাতর তথ্য।

যদি সাধারণ, গোপনীয় এবং অতিগোপনীয় ফাইল হারায়, সেব্যাপারে তদন্ত করতে হবে। ভাইদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করতে হবে আর পদ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। কোন কঠিন শাস্তি নেই।

কিন্তু যদি স্পর্শকাতর/টপ সিক্রেট ফাইল হারায় সেক্ষেত্রে পূর্ণ তদন্ত করতে হবে। তদন্তের পর যদি দলের প্রতি কারও বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয় তাকে মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে কতল করতে হবে। এসবই গোপনে করা জরুরি আর তার অপরাধ দলের বাকিদের কাছে প্রকাশ করা উচিৎ না।

দলের নেতার অনুমতি ছাড়া ফাইল দলের সদস্যদের মধ্যে আদান-প্রদান করা যাবে না। আপনাকে যদি একটা ফাইল পাঠানো হয় যা আপনার কাছে কেন এবং কিভাবে আসলো তা আপনার জানা নেই, এব্যাপারে আপনাকে আপনার উর্ধ্বতন ভাইদের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আপনি যদি দেখেন কেউ কোন ফাইল অসাবধানতাবশত ফেলে রেখে গিয়েছে, আপনাকে সেটা উর্ধ্বতন ভাইদের কাছে পৌছে দিতে হবে এবং সেই ব্যাক্তির যথাযথ বিচার-সায়েস্তার কাজ তাদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। ফাইল হারালে তার ভেতরের সব তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন, যদি ভাইয়েরা কোনও নির্দিষ্ট বাড়িতে অস্ত্র লুকিয়ে রাখে, আর সেব্যাপারে যদি হারানো ফাইলে উল্লেখ থাকে তাহলে অস্ত্রগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা ভাইদের ওপর অবশ্য কর্তব্য।

ফাইল স্থানান্তর করা:

প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে ফাইল সত্যিই পাঠাতে হবে কি না। যদি সম্ভব হয়, ফাইল পাঠানো হয়েছে সেটা নিশ্চিত করার জন্য প্রাপকের কাছ থেকে সই নিতে হবে। এর সাথে ফাইলের ধরণ, পরিমাণ, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফাইলটি যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটাকে ৩ থেকে ৪ ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যদি একটা অংশ খোয়া যায় কিংবা ধরা পড়ে যায় পুরো ফাইলটি হারানো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ফাইল পাঠানোর কাজে নিয়োজিত ভাইটির জানা থাকতে হবে ফাইলটি গুরুত্বপূর্ণ কি না (যাতে প্রয়োজনে সে বাড়তি খেয়াল রাখতে পারে)। ফাইলটির গন্তব্য সংক্রান্ত তথ্য তাকে মুখস্ত করে রাখতে হবে, যেমন প্রাপক ভাইটির নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি। যদি এসব তাকে লিখে রাখতেই হয়, তাকে নিশ্চিত করতে হবে সব তথ্য যথাযথ সংকেতের সাহায্যে লেখা।

সাধারণ ফাইল যেকোন ভাইকে দিয়ে পাঠানো যেতে পারে। গোপনীয় এবং অতিগোপনীয় ফাইল শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য বাছাইকৃত ভাইদের দিয়ে পাঠাতে হবে। স্পর্শকাতর ও টপ সিক্রেট ফাইল কখনই স্থানান্তর করা উচিৎ না।

ফাইল ধ্বংশ করার পদ্ধতি:

প্রথমে ফাইলটি টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে, তারপর আগুনে পোড়াতে হবে, শেষে ছাই বা অবশিষ্টের ওপর পানি ঢেলে দিতে হবে। কাগজের ওপর বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখলে যে কাগজে লেখা হয়েছে তার নিচের কমপক্ষে ৩-৪ পাতা ধ্বংশ করতে হবে। এসব ফাইল ছোয়ার জন্য হাতের গ্লাভ ব্যাবহার করার অভ্যাস করুন, যাতে শত্রুর হাতে পড়লে এর থেকে তারা ডি.এন.এ বের করতে না পারে।

পরিচয়পত্রের মৌলিক বিষয়সমূহ:

শত্রুর দেশে অবস্থান করলে আপনার পাসপোর্ট আপনার থাকার জায়গায় রাখবেন না। এর কারণ হচ্ছে যে যদি পুলিশ বাড়িটি রেইড করে আর পাসপোর্টটি জব্দ করে, আপনি সহজে সেদেশ থেকে বের হতে পারবেন না। আপনার ছদ্মপরিচয় অনুযায়ী পরিচয়পত্র সবসময় বহন করতে হবে। কখনই দুটি ভিন্ন পরিচয়পত্র একসঙ্গে বহন করবেন না। অপারেশন করার সময় সর্বদা জাল কাগজপত্র ব্যাবহার করবেন।

পাসপোর্ট তিন ধরণের হয়:

১. আসল – এটা কোনও অপারেশনে বহন করা যাবে না।

২. আসল ছবি সহ কিন্তু এর তথ্য জাল বা অন্য কারো।

৩. ছবি আর তথ্য সবই অন্য কারো।

আদর্শিকভাবে দলের নেতা আর ইন্টেলিজেন্সের ভাইদের উচিৎ বিভিন্ন দেশের একাধিক পাসপোর্ট রাখা যাতে প্রয়োজনে তাদেরকে সহজে স্থানান্তর করা যায়।

সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা

তথ্য আদান-প্রদানের অসংখ্য পদ্ধতি আছে: চিঠি, মোবাইল, ইন্টারনেট, ইত্যাদি। খেয়াল রাখতে হবে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এসব পদ্ধতির কথা জানে। তাই তারা অনেক বহুভাষিক এজেন্টদের ব্যাবহার করে। তারা এজেন্টদেরকে পোস্ট অফিসে নিয়োগ করে আর যন্ত্র ব্যাবহার করে সন্দেহজনক চিঠি পড়ে। চিঠি যদি সাংকেতিক ভাষায় লেখা থাকে তারা সেটাকে ছেড়ে দেয় আর প্রাপককে অনুসরণ করে।

আরেকভাবে গোয়েন্দারা আড়ি পাতে ফোন নেটওয়ার্কগুলোতে এজেন্ট স্থাপন করার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বহুভাষিক এজেন্ট ব্যাবহার করা তাদের জন্য বিশেষভাবে জরুরি কারণ তারা লোকজনের কথোপকথনে আড়ি পাতবে। তারা সব আন্তর্জাতিক কল ট্রেস করে। নেটওয়ার্কে তারা এমন ব্যাবস্থা স্থাপন করেছে যা বিশেষ কিছু শব্দ ব্যাবহৃত হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমকে সতর্ক করে দেয়। এরকম বিশেষ শব্দ অনেক আছে, যেমন: উসামা, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, তাঘুত, ইত্যাদি। পাকিস্তানে যদি কেউ এসব শব্দ ব্যাবহার করে আর তাকে ট্রেস করা হয়, তার উপর ৩ থেকে ৬ মাস নজরদারি করা হয়। মোবাইল যোগাযোগ সম্পর্কিত একটি উদাহরণ হচ্ছে এক সৌদি ভাই যে ১৯৯৭-৯৮ সালে জিহাদে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি খুব বন্ধুসুলভ ছিলেন আর সবসময় ভাইদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তাদের ফোন নাম্বার নিতে চাইতেন। অনেকে দ্বিধা করতো, কিন্তু ভাইটি বেশ সিনিয়র ছিলেন, তাই তারা ভাবতো এই তথ্য দেয়াতে তেমন কোন ঝুঁকির আশঙ্কা নেই। গোয়েন্দারা এই ভাইটিকে আটক করে তার মোবাইল ফোন জব্দ করল আর বিস্মিত হলো যখন দেখলো সেখানে ৭০০ নাম্বার রয়েছে। তাকে তারা ৬ মাস আটকে রাখে, আর তার ফোনে পাওয়া

সব লোকদের ট্রেস করে। তিন দিনের মধ্যে তারা ৭০,০০০ ভাইকে আটক করে। এর থেকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারি: আমাদের কাজে আমরা কাউকে স্পর্শকাতর তথ্য দেয়ার সিদ্ধান্ত তার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে নেই না। বরং তথ্যটি দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি। একে আমরা বলি 'কাট-আউট সিস্টেম'।

এফ.আই.এ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা হচ্ছে রাজনীতিতে জড়িত লোকজনের ওপর নজর রাখা, তারা দেশে বা দেশের বাইরে যেখানেই থাকুক, আর তাদের চলাফেরা আর পরিচিতদের ওপর নজর রাখা। এরপর যেই দলের ওপর তারা নজর রাখে তা হলো ইসলামি আলিম ও ইমামরা। তারা নিয়মিত ইমামদের খুতবা/বক্তৃতা শোনে এবং ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগানোর লক্ষণ বা ইঙ্গিতের খোজ করে। জিহাদের আহ্বান করে এমন আলিমদের গুপ্তহত্যা করা এসব গোয়েন্দা সংস্থার জন্য বিরল কোন ঘটনা নয়, যেমন শেইখ শামযাই, যিনি সরকারের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়েছিলেন, ফলে তাকে হত্যা করা হয়। এফ.আই.এ-এর আরেকটি ভুমিকা হচ্ছে দেশের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিরক্ষা করা। তারা বিমানবন্দর, ট্রেন স্টেশন, ইত্যাদি স্থানে এজেন্ট স্থাপন করে সন্দেহজনক যেকোন কিছুর ব্যাপারে তথ্য জড়ো করার জন্য। তারা সাংবাদিক, এন.জি.ও এবং ত্রাণকর্মীদের ওপরও গুপ্তচরগিরি করে জঙ্গিদের মুখপাত্র হিসেবে তারা কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য। এসব লোকেরা দেশের উর্ধ্বতন রাজনীতিবিদদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে, তাই তারা সেসব সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি হুমকিস্বরুপ কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন হয়।

কাজের কিছু মৌলিক বিষয়

- কাউকে কোন জায়গায় কাজ করতে পাঠানো হলে তাকে সেই জায়গা, সেই এলাকায় অবস্থিত বিপদ যেমন গোয়েন্দা সংস্থার ভবন, পুলিশ স্টেশন, আর এসব সংস্থা সেই এলাকায়ে কিভাবে কাজ করে, এসব ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে।
- তথ্যানুসন্ধান করার সময় ছবি খুবই মুল্যবান (খেয়াল রাখতে হবে অনেক এলাকায় ছবি তোলা নিষিদ্ধ)। এলাকাটির ওপর আক্রমণ করার সম্ভাব্য উপায়ও চিহ্নিত করা যায়।
- কিছু কিছু নিরাপত্তা/স্পর্শকাতর ভবন দেয়াল, বেড়া বা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা থাকে। তারা টহল দেয়ার জন্য নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করে, ইলেক্ট্রনিক নিরাপত্তা (সিসিটিভি ক্যামেরা, তাপ/বিচলন সংবেদনশীল যন্ত্র), কুকর ইত্যাদি ব্যাবহার করে।
- অনেকসময় তারা বেড়া/বেষ্টনিগুলোকে বৈদ্যুতীকরণ করে রাখে, তাই বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে। কিছু দেয়ালের দুই পরত থাকে, একটার পর আরেকটা। কখনও তাদের মাঝে ১০ ফুটের মত দুরত্ব থাকে। দুই দেয়ালের মাঝের জায়গাটাতে প্রহরী বা কুকরের টহল থাকে অথবা

বৈদ্যুতীকরণকৃত পানি থাকে। একেক জায়গায় একেক ধরণের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা প্রয়োগ করা হয়; তাই যেকোন অপারেশনের আগে সেসব ব্যাবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে।

- ভি.আই.পি-রা উচ্চনিরাপত্তা সম্বলিত কোন ভবনে ঢুকতে গেলে তাদেরকে অনেকগুলো নিরাপত্তা গন্ডি পার হতে হয়। প্রথমে তাদেরকে একাধিক নিরাপত্তাকর্মী সহ একটি অতিথি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। যতক্ষণ তাদের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া যায় এবং ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়া হয়, ততক্ষণ তারা এখানেই থাকে। এই কক্ষে ভি.আই.পি-দের কাজকর্ম লক্ষ্য করার জন্য ক্যামেরা এবং শ্রবণযন্ত্র থাকে। নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের আগমনের সময়, চলে যাওয়ার সময় গাড়ির সংখ্যা, তার সাথীদের সংখ্যা, ইত্যাদি নোট করে রাখে। নিরাপত্তাকর্মীরা যাতে ভি.আই.পি-দের পরিচিতি বুঝতে পারে সেজন্য তাদের গাড়িতে সাধারণত কোন চিহ্ন বা প্রতীক থাকে।

যোগাযোগ মাধ্যম

বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ মাধ্যম আছে যা মুজাহিদীনরা ব্যাবহার করতে পারেন। প্রথম যেটা আলোচনা করা হবে তা হলো চিঠি।

১. চিঠি

চিঠি ব্যাবহার করা হয় কারণ এটাতে খরচ কম, আর যদি ঠিকমতো করা যায়, মাধ্যমটি অত্যন্ত নিরাপদ। চিঠির লেখককে শিক্ষিত হতে হবে, কিভাবে চিঠিকে সংকেতে পরিণত করতে হয় জানতে হবে এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কৌশল তার জানা থাকতে হবে। যদি প্রাপকের কাছে সংকেতগুলো না থাকে তাহলে এমনভাবে চিঠি লিখতে হবে যাতে স্পষ্ট বর্ণণা ছাড়াই প্রাপক চিঠির অর্থ বুঝে নিতে পারে। প্রয়োজন না হলে দীর্ঘ চিঠি লেখা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। চিঠি লেখার আগে চিঠিতে যেসব বিষয়ে লেখা হবে তা পয়েন্ট আকারে নোট করে নিতে হবে। চিঠিটি লেখার সময় সেটাকে একটি স্বাভাবিক ও সাধারণ চিঠির মতো করে লিখতে হবে।

চিঠি পাঠানো:

ক. সাধারণ ডাক ব্যাবস্থাগুলোর মাধ্যমে - সময় বেশী লেগে যায় আর সহজেই হারিয়ে যেতে পারে।

খ. বিশেষ ত্বরিত ও নিরাপদ ডাক যেমন UPS, DHL, এরকম ডাক সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে - যেসব প্রতিষ্ঠান নাম এবং প্রেরকের ঠিকানা চায় সেগুলো পরিহার করুন।

গ. ভাইদের কারও মাধ্যমে - এই ব্যাবস্থা সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত হতে পারে।

চিঠি হস্তান্তর করা:

প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে চিঠি সঠিক ব্যাক্তিকেই দেয়া হচ্ছে। চিঠিটির একটি ফটোকপি করে রাখা উচিৎ। দলের ফাইল স্থানান্তর করার ব্যাপারে যেসব সতর্কতামূলক ব্যাবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এক্ষেত্রেও নিতে হবে – যেমন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য কোন ভাইকে ব্যাবহার করা, ঠিকানা মুখস্ত রাখা, ইত্যাদি। দলের ফাইল ধ্বংশ করার যে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, পড়া হয়ে গেলে চিঠিটাকেও একই পদ্ধতিতেই নষ্ট করে ফেলতে হবে।

চিঠি লুকানো:

অনেক পদ্ধতি আছে; অল্প কয়েকটা উল্লেখ করা হলো।

ক. কলমের ভেতর লুকানো

খ. টুথপেস্টের ভেতর

গ. বই-পুস্তকের ভেতর

ঘ. বাচ্চাদের দুধের টিনের ভেতর

ঙ. তাবিজের ভেতর (কিছু জাহিল মুসলমান এসব জিনিস গলায় ঝুলিয়ে রাখে অশুভ আত্মা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য!) – আপনি নিজের জন্য একটি তাবিজ বানিয়ে তার ভেতর চিঠি রাখতে পারেন।

চিঠি বহন করার সময় দরকার না হলে অতি স্পর্শকাতর এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে। চিঠির ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া যাবে না। বিক্ষোভ সভা-সমাবেশে অংশ নেয়া বা এসবের কাছ দিয়ে যাওয়া পরিহার করুন।

চিঠি অদল-বদল করার জন্য স্থান আগে থেকেই ঠিক করে নেয়া থাকতে হবে। চিঠি হস্তান্তর করার আগে এলাকাটি ঘুরে দেখে নিতে হবে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না। যদি প্রকাশ্য জায়গায় সাক্ষাত করা হয় তাহলে হাত মেলানোর সময় চিঠি হস্তান্তর করে নিতে পারেন। অথবা চিঠিটাকে পত্রিকার মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে সেটা পড়তে দিতে পারেন। পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন পন্থা ব্যাবহার করা যায়। চিঠি হস্তান্তর করা হয়ে গেলে তত্‌ক্ষণাৎ এলাকা ত্যাগ করতে হবে। কেনাকাটা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া, এরকম কিছু করার চিন্তা করা যাবে না।

২. টেলিফোন

এটা সবাই ব্যাবহার করে। এটা একজন মুজাহিদের জন্য সবচেয়ে দরকারী ও কার্যকর যন্ত্র, আবার সবচেয়ে বিপজ্জনকও। আটক হওয়া ভাইদের অধিকাংশই মোবাইল ফোনের কারণে গ্রেফতার হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি কল মনিটর করা হয়, আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহুভাষিক এজেন্টরা নিয়োজিত থাকে কথাবার্তায় আড়ি পাতার জন্য।

কল করার আগে কথাবার্তার বিষয়গুলো সব নোট করে নিতে হবে। নতুবা কথা দরকারের চেয়ে বেশী দীর্ঘ হবে, আর ব্যয়বহুলও হবে। আর এতে কতৃপক্ষ আপনার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে। যে এলাকায় থাকেন সেখানে কখনই নিজের ফোন ব্যাবহার করবেন না।

যে এলাকায় থাকেন সেখানকার কোনও ফোন বক্সও কখনও ব্যাবহার করবেন না। একই বক্স একবারের বেশী ব্যাবহার করবেন না। কিন্তু যদি এমন এলাকায় থাকেন যেখানে খুব বেশী বক্স নেই, সেক্ষেত্রে একই বক্স আবার ব্যাবহার করার আগে কমপক্ষে একমাস অপেক্ষ করুন। দুইজন ভাইকে ফোন করতে হলে একই বক্স থেকে তাদের কল করবেন না। কারণ যদি কতৃপক্ষ এদের একজনকে অনুসরণ করতে থাকে, অন্যজনকেও তারা পেয়ে যাবে, কেননা আপনি তাদের মধ্যে সংযোগ করে দিয়েছেন। কথা শেষ হয়ে গেলে যেকোন একটা নাম্বারে কল করে কথা না বলে কমপক্ষে ১৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, তারপর ফোন নামিয়ে রাখুন। আশেপাশে কেউ থাকা অবস্থায় কথোপকথন চালানো এড়িয়ে চলুন – পুলিশ এসে আশেপাশের লোকজনের সাথে কথা বললে তারা আপনার বিবরণ দিতে পারে। ফোন বক্স ব্যাবহার করার আগে ফোনটা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না। কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত রাখুন। কল শেষ হলে তত্ক্ষণাৎ এলাকা ত্যাগ করুন। আরেকটি বিষয় হয়তো স্বাভাবিকই মনে হবে, কিন্তু নিশ্চিত করা জরুরি ফোনের অন্য পাশে যে আছে সে ঠিক ব্যাক্তি কি না। সংকেত বা ইশারা ব্যাবহার করুন, যেমনটা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, আর নিশ্চিত করুন সেগুলো অস্বাভাবিক বা সহজে লক্ষণীয় না হয়।

যদি কোনও ভাইয়ের সাথে মুখোমুখি কথা বলতে হয়, নিশ্চিত করতে হবে যেন নিজেদের মোবাইল ফোনগুলো কাছে না থাকে। মোবাইল এবং সিম প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করা জানতে হবে – এটা বাজেটের ওপর নির্ভর করে। মোবাইল একই রেখে শুধু সিম বদলানোর ভুলটি করবেন না, কারণ কতৃপক্ষ দুটাকেই ট্রেস করে। একটি মোবাইল শুধু ইনকামিং কলের জন্য আর আরেকটি শুধু কল করার জন্য রাখার অভ্যাস করুন। পাকিস্তানে 'জ্যায' ব্যাবহার করা সবচেয়ে উত্তম, কারণ এটা আপনার অবস্থান ১০০ মিটারের মধ্যে ঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে, কিন্তু 'ইউ ফোন' ৩ মিটারের মধ্যে ঠিকভাবে আপনার অবস্থান নির্ণয় করতে পারে, আর অন্যান্য নেটওয়ার্ক আপনার অবস্থান একদম নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারে।

৩. ওয়্যারলেস/ওয়াকি-টকি

এগুলো গেরিলা যুদ্ধে বেশী ব্যাবহৃত হয়। এগুলো খুবই সুবিধাজনক, কিন্তু বেশ কিছু অসুবিধাও আছে, যেমন:

- খারাপ আবহাওয়ায় যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়
- শত্রু সব কথাবার্তা শুনতে পারে
- শত্রু সহজেই বিঘ্ন ঘটাতে পারে

- তারা আপনার অবস্থান নির্ণয় করতে পারে

এসব অসুবিধার পাল্টা ব্যাবস্থা নিতে হলে নিম্নোক্ত কাজগুলি করা যায়:

- কথোপকথনের দৈর্ঘ কম রাখতে হবে – অপ্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য ব্যাবহার করা যাবে না (এটা মোবাইল ফোনের জন্যও প্রযোয্য)
- কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিতে হবে।
- ওয়াকি-টকি ব্যাবহারের স্থান পরিবর্তন করুন। চেচেন মুজাহিদ শামিল বাসায়েভ নিহত হয়েছিলেন ওয়াকি-টকি ব্যাবহারের কারণে, কাফিররা সেই এলাকায় বোম ফেলেছিলো (দেখা যাচ্ছে যে কাফিরদের কাছে এমন প্রযুক্তি আছে যার সাহায্যে তারা ওয়াকি-টকি ব্যাবহারকারীর অবস্থান বের করতে পারে)। এছাড়া স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় দক্ষিণ ওয়াযিরিস্তানের মুজাহিদ নেক মুহাম্মাদের ওপর বোমা ফেলা হয়েছিলো।
- ওয়াকি-টকির নিচের 'মোড' ব্যাবহার করা গেলে সেটা অধিক নিরাপদ। অর্থাৎ উপরের মোড শুধু তখনই ব্যাবহার করুন যখন দূরে কারও কাছে বার্তা পাঠাতে হয়।
- ক্রস নাম্বারে বার্তা পাঠানো: এর অর্থ এক ফ্রিকুয়েন্সিতে বার্তা আসবে, আর কথা বলার বোতাম চাপলে অন্য ফ্রিকুয়েন্সিতে বার্তা যাবে। এই পদ্ধতি ব্যাবহার করার সময় একই ক্রস নাম্বার সবার সাথে ব্যাবহার করা যাবে না। একেক দল/ব্যাক্তির জন্য একেক ক্রস নাম্বার ব্যাবহার করতে হবে।

৪. এস.এম.এস/ফ্যাক্স

এস.এম.এস বা ফ্যাক্স খুব সহজেই পড়া যায়। আপনার থাকার এলাকায় এগুলো ব্যাবহার করবেন না। যদি ব্যাবহার করতেই হয়, অবশ্যই আসল নাম দেয়া যাবে না। একই জায়গা থেকে সবসময় ফ্যাক্স করা যাবে না (এসব সতর্কতার অধিকাংশই অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের মতো একই)। ফ্যাক্স করা হলে মেশিনের 'ক্যাশে মেমরি' মুছে দিন। আর তত্ক্ষণাৎ এলাকা ত্যাগ করুন। যদি জানতে পারেন কোনও ভাই আটক হয়েছে আর সে জানে আপনি যোগাযোগের কোন মাধ্যম ব্যাবহার করেন, যেমন আপনার মোবাইল নাম্বার, তাহলে সেই মাধ্যম ফেলে দিয়ে অন্য কিছু কিনে নিতে হবে – এটা সব যোগাযোগ মাধ্যমের জন্যই প্রযোয্য।

মিটিং (অধিবেশন) ও গেট-টুগেদার (একত্র হওয়া)

এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে গেট-টুগেদার কিছুটা উন্মুক্ত আর এতে অনেকে উপস্থিত থাকতে পারে। কিন্তু মিটিং অনেকটা রুদ্ধ, এতে অল্পসংখ্যক লোক থাকে। এর গোপনীয়তার কারণে এর জন্য বেশী নিরাপত্তা প্রয়োজন। গেট-টুগেদারে যেকোন বিষয়ে আলোচনা করা যায়, মিটিং আয়োজন করা হয় কাজ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে।

মিটিং আয়োজন করা

মিটিঙের জন্য নির্ধারিত স্থান এবং সময় ভাইদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। কোন কারণে যদি নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হয়, তাদেরকে সংকেতের মাধ্যমে জানিয়ে দিন তারা যেন না আসে – যেমন তাদেরকে ফোন করে বলা 'ভোল্টেজ অনেক বেশী'। কেউ যদি ট্যাক্সি দিয়ে আসে সে ট্যাক্সি থেকে নির্ধারিত স্থানে না নেমে একটু দুরে নামবে। কেউ তার ব্যাক্তিগত গাড়িতে এলে সেটা এমনভাবে পার্ক করবে যেন প্রয়োজনে সহজে এবং দ্রুত পালাতে পারে। নির্ধারিত জায়গায় প্রবেশ করার আগে প্রত্যেকের দেখে নেয়া জরুরি তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না। নিশ্চিত করতে হবে মিটিঙের সময় কোন মোবাইল ফোন সাথে নেই। পরিধানের পোশাক এলাকার জন্য যথাযথ হতে হবে। মিটিঙে অংশগ্রহণকারী এবং তাদের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে বিবেচনা করতে হবে সেফ হাউজ/ভবনের বাইরে গুপ্ত রক্ষী রাখার প্রয়োজন আছে কি না, যারা সম্ভাব্য পুলিশের রেইড সম্পর্কে সতর্ক করতে পারবে। পুলিশ বেশী কাছে চলে এলে তারা পুলিশকে ব্যাহতও করতে পারবে, যেমন সরু রাস্তায় গাড়ি রেখে চাকা বদলানোর ভান করে।

সেফ হাউজটির কমপক্ষে দুইটা দরজা থাকা উচিৎ। ভাইদের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে এসে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। সবাই একই সময়ে পৌছাবে না, কিন্তু সবাই মিটিং শুরু হওয়ার আগেই উপস্থিত থাকবে। বাড়িটিতে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মিটিং শেষ হলে নিশ্চিত করতে হবে যে সেখানে মিটিং হয়েছে এবং ভাইদের সংখ্যা এসব নির্দেশ করে এমন সব প্রমাণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে – যেমন চায়ের কাপ সরানো।

মিটিং পরিচালনা করার সময় আলোচনার সব বিষয় লিখে প্রস্তুত রাখতে হবে। মিটিং ৩০ মিনিটের বেশী হওয়া চলবে না। কোন প্রয়োজন বা জরুরি পরিস্থিতিতে মিটিং ডাকা হয়, আর তা নোটিশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে। একবার মিটিং নির্ধারিত করা হলে তা স্থগিত করা উচিৎ না। জরুরি অবস্থায় কর্তব্যগুলো জানা থাকতে হবে – যেমন পুলিশ এলে কি করতে হবে। সেফ হাউজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলে অন্য সেফ হাউজে যেতে হবে যেখানে পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে ব্রিফিং (অবহিতকরণ) করা হবে – যেমন কে আটক হয়েছে, ঘটনা কি ছিলো, ইত্যাদি। ব্রিফিং শেষ হলে সবাই সেখান থেকে চলে যাবে। কি ঘটেছে বোঝার জন্য তদন্ত চালু করতে হবে।

সফরে নিরাপত্তা

অধিকাংশ লোক গ্রেফতার হয় সফরকালে অপর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা নেয়ার কারণে। সফর সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ (যথেষ্ট সতর্ক না হলে), যদি দেশ উচ্চ হুঁশিয়ারিতে না থাকে সেক্ষেত্রেও।

স্বভাবতই একেক এলাকার জন্য একেক কর্মপন্থা প্রয়োজন, কিন্তু মূল ধারণাগুলো একই। তা হচ্ছে, ছদ্মপরিচয় অনুযায়ী পোশাক পরা – অর্থাৎ ধনী ব্যবসায়ীর পরিচয় নিয়ে ছেঁড়া কাপড় পরা যাবে না। প্যান্ট–পাজামা গোড়ালির নিচে থাকতে হবে। বেশভুষা সাধারণ লোকজনের মতো হতে হবে – যেমন সাধারণ চুলের স্টাইল রাখা, সেটা অ–ইসলামি স্টাইল হলেও। সফরের সময় সাথে কি কি জিনিস আছে তা জানা থাকতে হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অতি ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় ছদ্মপরিচয় ইসলামি হবে না, তাই সাথে আতর, মিসওয়াক বা এরকম ইসলামি জিনিসপত্র রাখা চলবে না। শুধু একটি পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। প্রয়োজন না হলে বিপজ্জনক কিছু বহন করা যাবে না, যেমন বন্দুক, ছুরি, ইত্যাদি। যদি এমন কিছু বহন করতেই হয়, সেটাকে অন্য কারও কাছাকাছি রাখতে হবে, যাতে পুলিশ সেটা পেলেও আপনাকে সন্দেহ না করে। ছদ্মপরিচয় অনুযায়ী টাকাপয়সা রাখতে হবে, যদি না বড় অংকের টাকা স্থানান্তর করতে বাধ্য থাকেন।

নিশ্চত করে নিন যে গন্তব্যের এলাকাটি চেনেন। মিশনের ওপর লক্ষ্যস্থির থাকতে হবে আর সফরকালে 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহিয়া 'আনিল মুনকার' (ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ) করতে চেয়ে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। মারামারি এড়িয়ে চলুন কারণ এতে আপনার প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ হতে পারে। আপনার টিকেট নিজেরই কেনা উচিৎ, আর সেটার যাত্রাপথ জানা থাকতে হবে। পৌছানোর পর টিকেটটি ধ্বংশ করে ফেলুন। (বাস/কোচ ব্যাবহার করলে) পেছনের সিটে বসা পরিহার করুন কারণ এতে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। যদি সম্ভব হয়, সর্বশেষ গন্তব্যস্থলে নামবেন না, বরং তার কাছাকাছি গিয়েই নেমে পড়ুন। এতে বাসে আপনার পেছনে লেগে থাকা গুপ্তচরদের ঝেড়ে ফেলতে পারবেন আর আপনার আসল গন্তব্য তারা জানতে পারবে না।

হোটেল নিরাপত্তা

সাধারণত এসব জায়গায় গোয়েন্দা অফিসাররা থাকে। কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় এসব অফিসাররা এসে হোটেলে থাকা লোকজনের নাম নেয় আর তাদের পরিচয় পরীক্ষা করে। ছদ্মপরিচয় অনুযায়ী হোটেল নিতে হবে। গরীব ছাত্র হয়ে পাঁচ তারা হোটেলে থাকা যায় না। কামরায় ঢুকে প্রথমেই জানালা আর পর্দাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর খুজে দেখতে হবে কোন ক্যামেরা বা গুপ্ত শ্রবণ যন্ত্র আছে কি না – এসব থাকতে পারে বাতির নিচে, দেয়ালে টাঙানো ছবির পাশে, ইত্যাদি জায়গায়। হোটেলের ফোন ব্যাবহার করে কারও সাথে যোগাযোগ করা এড়িয়ে চলুন। স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে হোটেলের কামরায় বসে আলোচনা করতে হলে টিভি উচ্চ ভলিউমে ছেড়ে রেখে কথা বলুন। কিন্তু উত্তম হবে এধরণের মিটিং হোটেলের বাইরে কোন পার্ক বা রেস্টুরেন্টে বসে করা।

অনেক হোটেলে, বিশেষত ব্যাস্ত শহরগুলোতে, পুরুষদের আকর্ষণ করার জন্য লবিতে নারীরা ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এরা হতে পারে পতিতা কিংবা শ্রেফ অর্থবান পুরুষের খোজে থাকা নারী। তাদের মতলব যাই হোক না কেন, এটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। কিছু গোয়েন্দা সংস্থা এদের ব্যাবহার করে নির্দিষ্ট লোকদের পরিচয়ের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। শয়তান আপনাকে

প্রলুদ্ধ করার এই সুযোগ নিতে পারে। হয়তো কোনও সুন্দরী যুবতী আপনার সাথে কথা বলতে চাইবে। নিজেকে এরকম পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে প্রথমেই আপনাকে আল্লাহর কাছে দৃঢ়তার (ইস্তিক্বামা) জন্য দোয়া করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাস্তবসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য কোন অজুহাত দেখিয়ে আপনাকে তার কাছ থেকে সরে যেতে হবে – যেমন কয়েক বছর ধরে আপনার একজন বান্ধবী আছে এবং আপনি তার প্রতি অনুরত, অথবা আপনি সমকামী। বাহানার ধরণ নির্ভর করে ভাইটির আত্মবিশ্বাস এবং সে কিরকম পরিস্থিতি আর স্থানে আছে তার ওপর।

বিভিন্ন ধরণের বাহন

নগরভিত্তিক রণকৌশলে সবচেয়ে সুবিধাজনক বাহন হচ্ছে মোটরসাইকেল। এটা দিয়ে যানবাহনের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া যায়, সরু রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়, এবং ফেলে দিতে হলে তুলনামূলকভাবে সস্তা। সব ধরণের বাহন ব্যাবহারের জন্য তার প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র (লাইসেন্স, বাহনের কাগজ, ইত্যাদি) থাকতে হবে। রাস্তার আইনকানুন মেনে চলতে হবে। বাহনটিতে সবসময় জ্বালানী ভরে রাখতে হবে, জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হতে পারে। 'পলায়ন' গাড়ি ব্যাবহার করতে হলে সেটাকে সেই দিকে মুখ করে রাখতে হবে যেদিক দিয়ে আপনি যেতে চান। ভাইদের পালানোর জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করার সময় ইঞ্জিন চালু রাখুন। অর্থাৎ তেল বাচানোর জন্য ভাইরা গাড়িতে ওঠার পর গাড়ি চালু করার চেষ্টা করবেন না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঞ্জিন চালুর চেষ্টা করার সময় সম্ভাব্য সমস্যা এড়ানো। নিশ্চিত করতে হবে চালক পালানোর পথ এবং এলাকাটি ভালভাবে চেনে। গাড়ি পরীক্ষা করিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিতে হবে (ব্রেক কাজ করে, লাইটগুলো কাজ করে, ইত্যাদি)। গাড়িটা চুরি করা কিংবা ভাড়া করা হতে পারে। এমন গাড়ি ব্যাবহার করা যাবে না যেটা দিয়ে দলের কোন সদস্যকে ট্রেস করে বের করা যাবে। গন্তব্যের দিকে সরাসরি পথ এড়িয়ে চলুন। এসব পথে পলিশের অধিক উপস্থিতি থাকে, এবং আরও থাকে সিসিটিভি, যা পরে অপারেশনের ব্যাপারে পুলিশের তদন্তে সাহায্য করতে পারে। গাড়িতে ডিএনএ রেখে যাওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ পুলিশ গাড়িটাকে পেলে ডিএনএ দিয়ে আপনাকে শনাক্ত করতে পারে। এটা করার একটা পন্থা হচ্ছে সারা শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা (টি-শার্ট না পরা, কারণ হাত খোলা থাকে)। আর কোন ব্যাক্তিগত জিনিস গাড়িতে রেখে যাবেন না।

প্রপাগান্ডা / বিরোধী প্রচারণা

(অনুবাদকের নোট: মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কাফিররা যে বিভিন্ন ধরণের প্রচারণা চালায় তা সম্পর্কে দীর্ঘ বিবরণ দেন শেইখ। কিন্তু যেহেতু এটা নিরাপত্তা বিষয়ক লেখা, এটা কিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কর্মরত কোন ভাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা আমি বুঝি নাই। উপরন্তু, এক দেশের ব্যাবহৃত প্রচারণা

অন্য দেশের চেয়ে ভিন্ন। যাই হোক, কিভাবে এই প্রচারণার প্রভাব থেকে দলকে বাচিয়ে রাখা যায় তার একটি লিস্ট শেইখ বর্ণণা করেছেন।)

দলের ওপর বিরোধী প্রচারণার প্রভাব কমানো

- দলকে কর্মব্যস্ত রাখতে হবে
- কোন মিথ্যা/রটনার আবির্ভাব হলে দলের সদস্যদের তত্ক্ষণাৎ সেব্যাপারে অবহিত করতে হবে
- কেউ দলের মাঝে এসব রটনা ছড়ানো জারি রাখলে তাকে শাস্তি দিতে হবে
- ভাইদের দ্বীনি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে
- ভাইদের যেকোন সমস্যার সমাধান করতে হবে – তাদের কোন সন্দেহ, প্রশ্ন, ভ্রান্ত ধারণা, ইত্যাদি থাকলে তা দূর করতে হবে
- ভাইদেরকে সঠিক এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, বিশেষত আমীরকে মান্য করার ব্যাপারে
- দলের নেতাদের ও সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত অধিবেশন ও বৈঠকের আয়েজন করতে হবে (অবশ্যই যদি নেতাদের নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করা নিরাপদ হয়ে থাকে তবেই)

শত্রু কিভাবে প্রচারণা চালায়

- মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে – উদাহরণস্বরূপ, জেনারেল মোশাররাফ পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকায় অবস্থানরত বিদেশী মুজাহিদীনদের প্রতিশ্রুতি দেন যে যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা দেয়া হবে
- জনগণ দলের প্রতি আস্থা হারায় এমন তথ্য ছড়ানোর মাধ্যমে
- মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়ে
- দুনিয়াবি আমোদ-প্রমোদ দ্বারা মুজাহিদীনদের প্রলোভন দেখিয়ে, যাতে তারা এই বরকতময় পথ থেকে সরে আসে – যেমন সৌদি আরবে তারা এই পথ ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে মুজাহিদকে ভাল গাড়ি, ঘরণী স্ত্রী এবং আর যা কিছু সে চায় তাই দিয়ে দেয়

আত্মরক্ষামূলক নিরাপত্তা

সেফ হাউজ

উদ্দেশ্য

- মিটিং/অধিবেশন করার জন্য
- ভাইদের প্রশিক্ষণ (তারবিয়াহ) দেয়ার জন্য

- অপারেনের আগে বা পরে বিশ্রাম নয়ার জন্য – ভিন্ন ভিন্ন অপারেশনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়ি ব্যাবহার করা উচিৎ
- অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যাবহার করা
- ভাইদের আত্মগোপনের জন্য

সেফ হাউজের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

- সরকারি ভবনসমূহ কিংবা উচ্চ নিরাপত্তা দ্বারা সুরক্ষিত স্থান যেমন বিমানবন্দর থেকে দূরে হতে হবে।
- অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য ব্যাবহার করা হয় এরকম কোন বাড়ি বা এলাকা হওয়া যাবে না যেখানে নিরাপত্তা কর্মিদের উপস্থিতি বেশী থাকে।
- এর রাস্তাটির ঢোকা ও বের হওয়ার দিক আলাদা হতে হবে।
- বাড়ির মালিক এর আসল উদ্দেশ্য জানতে পারবে না – ভাড়াটিয়ার বিশ্বাসযোগ্য ছদ্মপরিচয় থাকতে হবে।
- সেফ হাউজের নিজস্ব নিরাপত্তা থাকতে হবে, বাইরে – ছদ্মবেশে – এবং ভেতরে (অবশ্যই এটা নির্ভর করে পরিস্থিতি এবং দলে ভাইদের সংখ্যার ওপর)।
- এতে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব থাকতে হবে, যেমন সাধারণ গৃহ-সরঞ্জাম, কাথা/কম্বল, ইত্যাদি – এসব বেশী বিলাসবহুল কিংবা জীর্ণ-শীর্ণ হওয়া উচিৎ না।
- অপারেশন শেষ হলে জায়গাটি পরিহার করতে হবে, কারণ পুলিশ অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত বাড়ি অনুসরণ করে বের করে ফেলতে পারে। এবং যদি সন্দেহ হয় যে বাড়িটি চোখে পড়ে গেছে বা শনাক্ত হয়েছে, যেমন বাইরে সন্দেহজনক লোকজনকে দেখা যাচ্ছে, অবিলম্বে বাড়িটি ত্যাগ করুন।
- বাড়িটি গোছানো ও সুবিন্যস্ত রাখতে হবে, এবং কোথায় কি আছে তা জানা থাকতে হবে। যদি পরিত্যাগ করতে বা পালাতে বাধ্য হন তাহলে আপনার জানা থাকবে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর জিনিসপত্র কোথায় আছে।
- 'মোবাইল সেফ হাউজ' যেমন হোটেল ব্যাবহার করলে ৫ দিনের বেশী সেখানে অবস্থান করবেন না। এরকম জায়গা ব্যাবহার করতে হবে সীমিত সময়ের জন্য কোন এলাকায় থাকতে হলে, যেমন কোন ভাইদের প্রশিক্ষণের জন্য।
- নিয়মিত সেফ হাউজ বদলাতে হবে।
- এলাকার লোকজনের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। কারও বাড়িতে চা খেতে গেলে তাকেও আপনার বাড়িতে চা খাওয়ার জন্য ডাকতে হয়। তবে অবশ্য নিজেকে প্রতিবেশীদের থেকে একেবারে আলাদা করে ফেলবেন না, কারণ এতে

আপনার ওপর সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। নগরীর তুলনায় গ্রামাঞ্চলে আপনাকে বেশী সামাজিকতা বজায় রাখতে হবে।

- আপনার বাড়ির নিকটবর্তী স্থানীয় দোকানপাট, রেস্তোরা এবং মসজিদ এড়িয়ে চলতে হবে।
- আদর্শিকভাবে সেফ হাউজে গাড়ি রাখার ব্যাবস্থা থাকা উচিৎ।
- জানালা সর্বক্ষণ বন্ধ রাখতে হবে।
- বাড়িটিতে অনেকগুলো ঘর থাকলে ভাইদের/ সরঞ্জামাদি ঘরগুলোতে ভাগ করে দিতে হবে।
- সরঞ্জামাদি (যেমন অস্ত্রশস্ত্র) দীর্ঘসময়ের জন্য মজুত করতে হলে সেগুলোকে ঘিরে বাড়তি দেয়াল তৈরি করা যেতে পারে, যাতে প্রথম দেখায় শুধু একটা সাধারণ দেয়াল মনে হয়। এক ঘরে এই পন্থা অবলম্বন করলে অন্য ঘরগুলোতে ভিন্ন পন্থা নিতে হবে, যেমন মেঝে খনন করে পুঁতে রাখা বা ছাদের উপরে গুজে রাখা।

আক্রমণাত্মক নিরাপত্তা

আক্রমণাত্মক নিরাপত্তার অর্থ শত্রুর মাঝে গিয়ে তথ্য জড়ো করা।

কাউকে অনুসরণ করা

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কারও সম্পর্কে এবং সে যাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ব্যাপারে তথ্য জড়ো করা। একে গুপ্ত এবং প্রকাশ্য এই দুইয়ে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। পায়ে হেটে, গাড়ি ব্যাবহার করে, ক্যামেরার সাহায্যে, ইত্যাদি উপায়ে এটা করা যায়। এর সময়ের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে তাকে ২৪ ঘন্টা অনুসরণ করা বা দিনের নির্দিষ্ট কোন অংশ ধরে অনুসরণ করার ওপর, যেমন সে সন্ধ্যাবেলায় কি করে সেটা দেখা। অথবা সেটা আরও গভীর হতে পারে, যেমন তার সময়সুচি জানা। এক্ষেত্রে তাকে ২ সপ্তাহের জন্য অবিরত নজরে রাখতে হবে এবং তার খাবার থেকে শুরু করে গাড়ি রাখার স্থান সবকিছু নোট করতে হবে। এই নজরদারি করা যেতে পারে এক জায়গায় স্থির থেকে (যেমন ইন্টারনেট ক্যাফে বা কফির দোকানে বসে পত্রিকা পড়তে পড়তে টার্গেটের ওপর নজর রাখা) অথবা চলমান অবস্থায়। এসবকিছুই নির্ভর করে পরিস্থিতি, টার্গেট এবং কোথায় অবস্থান করছেন তার ওপর।

অনুসরণকারী/নজরদারের প্রয়োজনীয় গুণাবলী:

- পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলানো বা খাপ খাওয়ানো।

- এলাকা ভালভাবে চেনে, যেমন রাস্তাঘাট, দোকানপাট, ইত্যাদি।
- এলাকার লোকজনের বৈশিষ্ট্য জানে।
- বলিষ্ঠ, বিজ্ঞ এবং সতর্ক।
- নিজের কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে।
- আমীরের প্রতি অনুগত।
- তার মিশনকে ভালবাসে এবং অনুপ্রাণিত।
- দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা/দক্ষতা আছে।
- দেখতে সাধারণ, এবং অন্যদের থেকে আলাদা করা যায় এমন কিছু নেই, যেমন চেহারায় বড় ক্ষতচিহ্ন।
- যদি দুইজন ভাই একসাথে কাজ করে তাহলে তাদের কাছাকাছি উচ্চতার হতে হবে, এবং ভিন্ন রঙের পোশাক পড়তে হবে।
- বিশ্বাসযোগ্য ছদ্মপরিচয় আর তার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতে হবে।

অনুসরণ করার সময় যেসব বিষয়ে নজর রাখা জরুরি:

- নজর রাখা শুরু করার আগে এলাকায় গিয়ে সবকিছুর সাথে পরিচিত এবং অভ্যস্ত হতে হবে, যেমন রাস্তা, দোকানপাট, ইত্যাদি।
- টার্গেটকে অনুসরণ করার সময় তার চোখে চোখ রাখবেন না, এতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ হবে। তার চোখের দিকে তাকাতে হলে রোদ-চশমা পরা যেতে পারে (তবে ১০০% কালো না, কারণ সেটা সন্দেহজনক), এতে সে বুঝতে পারবে না আপনি কিসের দিকে তাকাচ্ছেন। সঠিক/প্রাসঙ্গিক স্থান ও সময়ে চশমা ব্যাবহার করতে হবে, অর্থাৎ অনেক রাত্রে চশমা পরবেন না, কারণ সেটা চশমা পরার স্বাভাবিক সময় না।
- টার্গেটের খুব বেশী কাছে, তার ছায়ার দুরত্বে থাকবেন না।
- নিশ্চিত করতে হবে টার্গেট আপনাকে না দেখতে পায়।
- অন্যকিছুর দ্বারা লক্ষ্যচ্যুত হবেন না।
- কখনই অস্ত্র, অবৈধ বা সন্দেহজনক কিছু বহন করবেন না।
- অনুসরণ করার সময় কোন এলাকায় প্রবেশ করছেন সেটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিরাপত্তাবেষ্টিত কোন এলাকা যেখানে আপনাকে থামানো হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এমন কোথায় অনুসরণ করে ঢুকে যাওয়া অবাঞ্চিত।

- টার্গেটের প্রতি গভীর মনোযোগ রাখতে হবে, তার প্রতিটি নড়াচড়া খেয়াল করতে হবে। সে হয়তো হঠাৎ ডানে/বামে মোড় নিতে পারে, লক্ষ্য না রাখলে তাকে আপনি হারিয়ে ফেলবেন।
- যদি সে কোন ভবনে ঢুকে পড়ে? এক্ষেত্রে প্রথমত জানতে হবে ভবনটি কি (হোটেল, বাড়ি, ব্যাবসাকেন্দ্র, ইত্যাদি)। যদি আপনারা দুজন থাকেন, একজনকে বাইরে থেকে ভবনটির ঢোকা ও বের হওয়ার রাস্তার দিকে চোখ রাখতে হবে টার্গেট তার অনুসরণকারীকে ধোঁকা দিচ্ছে কি না দেখার জন্য। অন্যজনকে ভেতরে ঢুকতে হবে, কিন্তু তার ভবনে ঢোকার জন্য বিশ্বাসযোগ্য বাহানা প্রয়োজন।
- যদি সে বাসে উঠে যায়? তাহলে পরের বাসস্টপে গিয়ে সেই বাসটিতে উঠে পড়তে হবে। দুজন থাকলে একজন টার্গেটের সাথেই বাসে উঠবে এবং অন্যজন বাইরে থেকে বাসটিকে অনুসরণ করবে।
- টার্গেটের যেকোন অস্বাভাবিক কাজ নোট করতে হবে। যেমন তার মাথায় টুপি আছে এবং সে সেটা নির্দিষ্ট কিছু স্থানে খুলে ফেলছে।
- দেখতে হবে টার্গেটের সাথে কেউ আছে কি না এবং টার্গেটের কোন অনুসরণকারী আছে কি না সেটা সে লক্ষ্য করছে কি না।
- কম আলোকিত জায়গা এড়িয়ে চলুন, কারণ হয়তো টার্গেট আপনাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে (যদি ধরে নেয়া হয় যে সে জানে আপনি তাকে অনুসরণ করছেন)।
- কাউকে অনুসরণ করার সময় পোশাক পরিবর্তন করুন, যেমন টি-শার্ট বদলে ফেলা।
- একের অধিক ব্যাক্তি অনুসরণ করলে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য সংকেত তৈরি করে নিতে হবে। যেমন কোমরে জ্যাকেট পেচিয়ে রাখলে তার অর্থ বিপদ।
- সাথে ফোন রাখতে হবে যদি কোন জরুরি অবস্থায় প্রয়োজন হয় সেজন্য।
- খুচরা টাকাপয়সা রাখতে হবে। যদি কোন কারণে গণযানবাহন ব্যাবহার করতে হয় তখন দরকার হবে। যদি আপনার কাছে শুধু বড় নোট থাকে, সম্ভাবনা থাকে যে যেই বাহন ব্যাবহার করবেন (যেমন বাস) সেখানে খুচরা নেই।
- যেই এলাকায় অনুসরণ বা নজরদারি করবেন তা যদি বড় হয় তাহলে ছোট ছোট অংশে তা ভাগ করে নেয়ার ব্যাবস্থা করতে হবে।
- এর একেকটি অংশের দায়িত্ব একেক ভাইকে দিতে হবে।

অনুসরণ করার সময় যেসব সরঞ্জাম ব্যাবহার করা জরুরি:

- এলাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করা

- দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলে সবার পোশাক ভিন্ন হওয়া
- হাতঘড়ির সময় মিলিয়ে নেয়া
- নোটখাতা এবং কলম সাথে রাখা
- দীর্ঘ পথ কাউকে অনুসরণ করার সময় পরিবর্তন করার মত পোশাক রাখা
- আরামদায়ক জুতা পরা

কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে কি না কিভাবে জানবেন

- আপনার পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে সর্বক্ষণ সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে
- যদি সন্দেহ হয় যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তি আপনাকে অনুসরণ করছে তাহলে পত্রিকার দোকান বা এরকম কিছু খুজে নিয়ে সেখানে থামুন। তারপর ঘুরে লোকটির চোখের দিকে তাকান। সে তার ছদ্মবেশ রক্ষা করার জন্য দৃষ্টি সরিয়ে নেবে। এটা কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন।
- আরেকটি উপায় হচ্ছে বাসে উঠে আবার নেমে যাওয়া এবং লোকটি আপনাকে অনুসরণ করে কি না দেখা। এরকম করার অন্যতম স্থান হচ্ছে হোটেল।
- অথবা আপনি একটা টুকরা কাগজ ফেলতে পারেন দেখার জন্য যে লোকটি সেটা উঠিয়ে নেয় কি না। সে অনুসরণকারী হলে ভাববে আপনি এমন কিছু ফেলে গেছেন যা তাদের কাজে আসবে।
- আরেকটি পন্থা হচ্ছে, আপনি একটা রাস্তা দিয়ে হেটে যান, তারপর মোড়টি দৌড়ে পার হন। মোড় পার হয়ে লোকটির দৃষ্টির আড়াল হলে থেমে যান। তারপর অপেক্ষা করে দেখুন মোড় ঘুরে কেউ দৌড়ে আসছে কি না। আপনার অনুসরণকারীকে আপনার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে দৌড়াতে হবে।
- কোন দোকানের জানালার পাশে দাড়িয়ে বিক্রয়সামগ্রী দেখার ভান করতে পারেন। কিন্তু আসলে আপনি কাচের ওপর আপনার পেছন দিয়ে হেটে যাওয়া মানুষের প্রতিফলন দেখবেন আর তাদের কর্মকান্ড এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে খেয়াল করবেন।
- খুব ব্যস্ত কোন রাস্তার এমন জায়গা দিয়ে পার হতে পারেন যেখান দিয়ে কেউ সাধারণত পার হয় না। তারপর দেখুন আর কেউ রাস্তাটি পার হচ্ছে কি না।
- খোলা মাঠে চলে যান এবং লক্ষ্য করুন আপনাকে কেউ অনুসরণ করে সেখানে যাচ্ছে কি না।

আপনার অনুসরণকারীকে খোয়াতে হলে ওপরের কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন (৩, ৭ ও ৮)। অথবা কোন জনাকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়ুন যাতে ভিড়ের মাঝে অনুসরণকারীদের পক্ষে আপনার সাথে তাল মিলিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ট্যাক্সি নিয়ে অন্য এলাকায় চলে যাওয়া।

গাড়ি দিয়ে কাউকে অনুসরণ করার ব্যাপারে জরুরি বিষয়াদি

গাড়ি দিয়ে অনুসরণ পায়ে হেটে অনুসরণের অনুরূপ।

- নিশ্চিত করুন গাড়ির ইঞ্জিন ভাল অবস্থায় আছে, এবং আপনার সাথে গাড়ির সঠিক কাগজপত্র আছে।
- খেয়াল রাখতে হবে গাড়ির রং ও মডেল অন্যসব গাড়ির চেয়ে চোখে পড়ার মতো আলাদা না হয়। এমন কোন চিহ্ন যেন গাড়িতে না থাকে যা গাড়িটিকে অন্য গাড়ি থেকে আলাদা করে তোলে।
- তেলের ট্যাঙ্ক ভরা থাকতে হবে।
- এলাকা ভালভাবে জানা-পরিচিত থাকতে হবে।
- গাড়িতে কোন ধরণের যোগাযোগ ব্যাবস্থা রাখতে হবে, যেমন ওয়াকি-টকি বা মোবাইল ফোন।
- রাস্তার নিয়ম-কানুন সব মেনে চলতে হবে।
- ড্রাইভারের কাজ হচ্ছে টার্গেট গাড়িটিকে অনুসরণ করা আর নজরের মধ্যে রাখা। সামনের প্যাসেঞ্জারের কাজও সেই গাড়ির ওপর নজর রাখা আর অন্য কোন সন্দেহজনক গাড়ির ওপরও চোখ রাখা। তার আরেকটা কাজ হচ্ছে যদি টার্গেট গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেটে যায়, তাকেও নেমে পায়ে হেটে টার্গেটকে অনুসরণ করতে হবে। পেছনে আরও প্যাসেঞ্জার থাকলে তাদেরও সামনের প্যাসেঞ্জারের মতো একই কাজ।

গাড়ি দিয়ে কাউকে অনুসরণ করার সময় যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে:

- ট্রাফিক বাতিতে টার্গেট গাড়িটিকে হারিয়ে ফেলা এড়াতে হবে। যদি সে ট্রাফিক আইন ভাঙে আপনি ভাঙবেন না।
- তেলের কাটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- যদি এলাকা অনুযায়ী গাড়ির নাম্বার প্লেট ভাগ করা থাকে তাহলে যেই এলাকায় চলবেন সেই এলাকার নাম্বার প্লেট লাগানো গাড়ি ব্যাবহার করুন।
- গাড়ির সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে রাখতে হবে।

- টার্গেট গাড়িটির যেকোন চিহ্ন নোট করতে হবে। যদি গাড়িটিকে হারিয়ে ফেলেন এবং পরে আবার দেখতে পান, এটাই সেই গাড়ি কি না নিশ্চত হতে পারবেন।
- গাড়িটি যদি কোন অন্ধ গলিতে ঢোকে (যার ঢোকা ও বের হওয়ার রাস্তা একই) এক্ষেত্রে একজন গাড়ি থেকে নেমে পথটি দিয়ে হেটে গিয়ে টার্গেট গাড়িটির খোজ করবেন। আর নিজেদেরে গাড়ি এই রাস্তা থেকে দূরে পার্ক করতে হবে।

আপনার গাড়িকে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না কিভাবে জানবেন

- আপনি গতি বাড়ালে সন্দেহের গাড়িটিও গতি বাড়ায়, আর আপনি গতি কমালে সেটাও তাই করে।
- চুপচাপ কোন এলাকায় গিয়ে আপনার গাড়িটিকে ত্যাগ করুন। তারপর দেখুন সেই একই গাড়ি তখনও আপনাকে অনুসরণ করছে কি না।
- কোন গোলচত্বরে ৩-৪ বার ঘুরুন। গাড়িটি হয় আপনাকে অনুসরণ করবে এবং তাতে সে ধরা পড়ে যাবে, অথবা সে বাধ্য হবে কোন একটা রাস্তা ধরে বের হয়ে যেতে, যার ফলে সে আপনাকে খোয়াবে।
- দ্রুত গাড়ি চালিয়ে হঠাৎ ডানে/বামে মোড় নিন। তারপর জলদি গাড়ি থামান এবং লক্ষ্য করুন কোন গাড়ি মোড় ঘুরে দ্রুত আসছে কি না (এই একই পদ্ধতি ব্যাবহার করা হয় হাটা অবস্থায় কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে কি না জানার জন্য)।

যদি তাদেরকে ছোটাতে চান, প্রথমে নিশ্চিত হোন আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না। অনেক ভাই এক গাড়ি কয়েকবার দেখার কারণে শঙ্কিত হয়ে মিশন ত্যাগ করে বসতে পারেন। আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি যদি কোন এলাকার দিকে যেতে থাকেন, খুব সম্ভবত আপনার পিছনের 'সন্দেহজনক' গাড়িটির চালকও সেই একই এলাকায় যাচ্ছে। অনুসরণকারী গাড়ি ছোটানোর একটা উপায় হচ্ছে চলমান ট্রাফিকের ভেতর ঢুকে পড়া। সেখানে আপনি ক্রমাগত লেন পরিবর্তন করতে থাকবেন। শীঘ্রই সে তার দৃষ্টি থেকে আপনাকে হারাবে। আরেকটা উপায় হচ্ছে যদি গাড়িতে বেশ কয়েকজন ভাই থাকেন তারা নেমে একেক দিকে চলে যাবেন।

এক জায়গায় স্থির থেকে নজরদারি/সারভেলেন্স

- কোন নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করার জন্য যথাযথ কারণ প্রয়োজন, যেমন রাস্তায় কিছু বিক্রি করা বা চায়ের দোকানে বসে খাওয়া-দাওয়া করা।
- নজর রাখার স্থানে যা কিছু ঘটে সবকিছু নোট করতে হবে, যেমন কে আসছে যাচ্ছে, অস্বাভাবিক কোনকিছু, ইত্যাদি। সবকিছুর সাথে তার সময়টাকেও নোট করতে হবে। কাজটা করতে হবে খুব গুছিয়ে।

- পারিপার্শ্বিকতার প্রতি মনযোগী হতে হবে। একটা ঘটনা ছিল যেখানে একজন রুশ জেনারেলকে ব্যাবহার করা হয়েছিল এক আমেরিকান জেনারেলের ড্রাইভারের ছদ্মবেশে গুপ্তচর হয়ে কাজ করতে। সে এই কাজে ৪ বছর নিযুক্ত ছিল। একদিন তারা গাড়িতে তেল ভরছিলো, আর রুশ লোকটি তেলকে পেট্রল নামে উল্লেখ করলো। আমেরিকায় তেলকে বলা হয় গ্যাসোলীন। আমেরিকান জেনারেল এটা শুনে সন্দেহ করলো এবং ঘাটিতে ফেরার পর রুশটিকে গ্রেফতার করালো। এতে রুশ গুপ্তচরটির ছদ্মপরিচয় ফাঁস হয়ে যায়।
- টার্গেটকে আপনি কিভাবে চিনবেন?
    - তাকে আপনি আগে থেকে চেনেন।
    - তার ছবি দেখেছেন।
    - তার শারীরিক গঠনের বিবরণ আপনাকে দেয়া হয়েছে (যেমন লম্বা, হালকা গড়ন, মোঁচ, চশমা পড়ে, ইত্যাদি)।
- দলের অন্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সংকেত ব্যাবহার করতে হবে। সেটা বাস্তবসম্মত এবং সহজে লক্ষণীয় না এমন হতে হবে। অর্থাৎ রাত তিনটায় কোন বৃষ্টি ছাড়াই আপনি ছাতা খুলে বসবেন না। মানুষ এটা দেখলে সন্দেহান্বিত হবে।

কাভার স্টোরি/ছদ্মপরিচয়

কাজে নিয়োজিত ব্যাক্তির আসল পরিচয় গোপন রাখে এই কাভার স্টোরি। দুধরণের ছদ্মপরিচয় আছে: অফিসিয়াল এবং আন-অফিসিয়াল। দুটারই সুবিধা এবং অসুবিধা আছে।

অফিসিয়াল

কোন দেশের সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে এমন ক্ষেত্রে এটা ব্যাবহৃত হয়। সহায়তা বলতে যেমন তাদের কুটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যাবহার করা যাচ্ছে। এমন ছদ্মপরিচয়ের কারণে কূটনৈতিক ছাড় পাওয়া যায়, যার অর্থ আপনার জিনিসপত্র তল্লাশি করা হবে না। আপনি কোন জিনিস বা চিঠিপত্র সহজে স্থানান্তর করতে পারবেন। কিন্তু আপনি উন্মোচিত অবস্থায় থাকবেন কারণ সবাই জানবে আপনি কে। বিশেষ বিশেষ স্থানে যাওয়াও আপনার জন্য নিষিদ্ধ হবে কারণ সেটা আপনার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। আপনাকে অনুসরণ করা সহজ হবে, বিশেষ করে যদি আপনি গাড়ি ব্যাবহার করেন, কারণ আপনার গাড়িতে কুটনৈতিক লাইসেন্স প্লেট থাকবে।

আন-অফিসিয়াল

এক্ষেত্রে আপনার নিজের ছদ্মপরিচয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নিজেকেই তৈরি করতে হবে। কোন দেশের কাছ থেকে সরাসরি কোন সাহায্য পাবেন না, সুতরাং কাজ করতে হবে একা বা কোন দল তৈরি করে। যেহেতু আপনাকে কেউ চেনে না, চলাফেরা করা সহজতর হবে। অর্থাৎ আপনাকে অনুসরণ বা অনুসন্ধান করা কঠিন হবে।

কিন্তু যদি ধরা পড়ে যান আপনাকে আটক করা হবে এবং ওই দেশেই শাস্তি দেয়া হবে। এমনও সম্ভাবনা আছে যে আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন আর আপনার ব্যাপারে কেউ কোন খোঁজ করবে না (এমনটা হতে পারে সেসব দেশে যেখানে মানবাধিকারের খারাপ রেকর্ড আছে)।

আন-অফিসিয়াল ছদ্মপরিচয়ের প্রকার

গভীর ছদ্মপরিচয়:

এধরণের কাভার সাধারণত বিভিন্ন পেশাজীবি যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ইত্যাদি হয়ে থাকে। একজন মিসরী গুপ্তচর ছিল যার নাম ছিল রিফাত জামাল। সে মিসরের ইহুদি গোষ্ঠির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সে সবাইকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে সে একজন ইহুদি এবং এই ছদ্মপরিচয় ব্যাবহার করে সে ইসরায়েলে ঢুকে পড়ে। সেখানে সে বিবাহ করে এবং তার সন্তান-সন্ততিও হয়। ৩৩ বছর সে এই পরিচয় ধরে রাখে। পরিশেষে সে জার্মানিতে ইসরায়েলের দূত হিসেবে নিযুক্ত হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সে একটি নাম্বার রেখে যায় এবং তার স্ত্রীকে বলে যায় তার মৃত্যু হলে এই নাম্বারে ফোন দিতে। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী যথাযথ সেই নাম্বারে ফোন দিলে সেটা সরাসরি মিসরী গোয়েন্দা বিভাগে। তাকে জার্মানিতে দাফন করার পর মিসরী গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এসে তার কবর খুড়ে তাকে বের করে মিসরে নিয়ে গিয়ে দাফন করে।

আরেকটি চমকপ্রদ গল্প আছে পাকিস্তানে একটি ছদ্মপরিচয় নিয়ে। পাকিস্তানি এক প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকার/মসজিদের একজন ইমাম ছিল। ৩৬ বছর ধরে সেখানে সে ইমাম ছিল, তার বয়স ৭০ হওয়া পর্যন্ত। সেই এলাকায় তার স্ত্রী-সন্তান ছিল। সে অনুভব করল যে তার হার্নিয়া হয়েছে (এক ধরণের রোগ যা পেটের কিনার ঘেষে হয়), এবং তার অপারেশন করা প্রয়োজন। তার অপারেশন শুরু হওয়ার পর দেখা গেল যে তার খৎনা করা নাই। কতৃপক্ষ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ এবং নির্যাতন করে। সে স্বীকার করে যে সে RAW-এর গুপ্তচর (ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ)।

সাধারণ ছদ্মপরিচয়:

যেকোন জায়গায় কাজ করতে গেলে ছদ্মপরিচয়ের প্রয়োজন। সেটা হতে পারে দীর্ঘ কোন পরিচয়, অথবা সল্প সময়ের জন্যও হতে পারে, যেমন আপনি কারও বাড়িতে কড়া নাড়লেন, যাকে খুজছেন সে নেই, তখন আপনাকে তত্ক্ষণাৎ নিজের একটা পরিচয় দিতে হবে এবং কেন এই লোককে খুজছেন তা বলতে হবে।

যথাযথ ছদ্মপরিচয়ের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

- ডবল পরিচয়: প্রয়োজনে তত্ক্ষণাৎ বদলে নেয়া যায় এরকম পরিচয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোন বাসে যাচ্ছেন, কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করল আপনি কোথা থেকে এসেছেন, আপনি একটা শহরের নাম বললেন। আপনাকে অবাক করে দিয়ে সে জানাল সেও একই শহরের। অতঃপর সে সেই এলাকা সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করা শুরু করল। আপনি তখন বলতে পারেন যে আপনার পিতা সেই এলাকার কিন্তু আপনি অন্য কোথাও থাকেন।
- এমন পরিচয় নেয়া যাবে না যা আপনার ওপর সন্দেহ সৃষ্টি করে। যেমন হয়তো আপনি বললেন, আপনি একজন অংক শিক্ষক, কিন্তু আপনাকে কোন সাধারণ সমীকরণ জিজ্ঞেস করা হলো এবং আপনি তার উত্তর জানেন না।
- ছদ্মপরিচয়টিকে সমর্থন করে এমন পরিচয়পত্র সবসময় সাথে রাখবেন।
- ছদ্মপরিচয়ের দৈর্ঘ্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন হতে হবে। যেমন যদি আপনার কাভার হয় যে আপনি অল্প কিছুদিনের জন্য এই এলাকায় এসেছেন, কিন্তু আপনি সেখানে ৬ মাস থেকে যান, আপনার ওপর সন্দেহের সৃষ্টি হবে।
- ***কি ধরণের ছদ্মপরিচয় ধারণ করবেন তা ভালমতো ভেবে নিতে হবে। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা না করে সরাসরি কোন পরিচয় নিয়ে নেবেন না। যেমন, আপনি তাড়াহুড়ো করে একজন ধনী ব্যাবসায়ীর পরিচয় নিলেন, কিন্তু আপনার কাছে ভাল পোশাক আশাক কেনার মত টাকা নেই।***

লুকানো
এই বিষয়টিতে রয়েছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে অনুসন্ধিত ভাইদের লুকিয়ে রাখা। কাউকে বা কোন বস্তুকে গোপনে স্থানান্তর করাও এতে অন্তর্ভুক্ত।

কিছু লুকানো বা নিরাপদ স্থানে রাখার আগে বিবেচ্য বিষয়াদি

- ***কিছু লুকালে তা স্থির কোন জায়গায় লুকানো যেতে পারে (অর্থাৎ কোন বাড়িতে), অথবা চলন্ত কিছুতে।***
- ***বস্তু হলে তা কঠিন না তরল সেটা বিবেচনা করতে হবে।***
- ***কোন জিনিস কিভাবে মজুত করা হবে সেব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে জানতে হবে তা কতদিন রাখা প্রয়োজন।***

- চিঠি বা এরকম কিছু বহনকালে যার মধ্যে সেটা লুকানো হয়েছে সেটাকেও লুকানোর চেষ্টা করাটা ভুল হবে। যেমন ঘড়ির মধ্যে চিঠি লুকালে তারপর ঘড়িটাকেও যদি লুকানো হয়, সন্দেহের উদ্রেক হবে যদি ঘড়িটা পাওয়া যায়।
- বিস্ফোরক বা অস্ত্র লুকাতে হলে তা চিনির বড় বস্তার মধ্যে লুকানো যায়। চিনি মজুত করার বড় গুদামঘর থাকলে সেখানে ৭০% ব্যাগে চিনি রাখবেন। বাকি ৩০% ব্যাগে চিনি ও অস্ত্র দুটাই রাখবেন।
- কার কাছে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে সেটাও বিবেচনা করতে হবে। যেমন, দরিদ্র কোন এলাকায় তরুণ কাউকে আপনি ল্যাপটপ কম্পিউটার রাখতে দিলেন, তাকে পুলিশ থামালে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন করবে।
- চলাফেরা করার সময় এমন কোন জায়গায় কিছু লুকাবেন না যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন হাতক্যামেরা বা নতুন মোবাইল ফোন।
- অনেক কিছু বহন করতে হলে তা ভাগ করে নিন, একসাথে বহন করবেন না।
- কোন বাড়িতে কিছু লুকাতে হলে বিভিন্ন পন্থা ব্যাবহার করতে হবে (সেফ হাউজ বিষয়ক অধ্যায়টিতে এটা উল্লেখ করা হয়েছে)।
- পার্সেল পাঠাতে হলে কখনও সরাসরি প্রাপকের কাছে পাঠাবেন না।
- বিপজ্জনক কিছু পাঠাতে হলে আটা বা চিনির সাথে ভরে পাঠাতে হবে। (প্লাস্টিকের ব্যাগে পাঠাতে হবে যাতে জিনিসটির কোন ক্ষতি না হয়)
- কোন ভাইকে দিয়ে পার্সেল পাঠাতে হলে তাকে যদি দাড়ি শেভ করতে হয়, যাত্রার দিনই যেন সে শেভ না করে, কারণ যেখানে দাড়ি ছিল সেখানে সাদা দাগ দেখা যাবে। তাই তাকে যাত্রা করার দিনটির কয়েকদিন আগে শেভ করতে হবে।

ডেড ড্রপ বক্স

এই ব্যাবস্থায় কোনকিছু হস্তান্তর করা হয় এমন দুজনের মাঝে যারা একে অপরকে চেনে না এবং কখনও সাক্ষাৎ করে নাই। এই ব্যাবস্থার সুবধিাটা স্পষ্ট, একজন আরেকজনকে দেখে না, তাই নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে।

ডেড ড্রপ বক্স-এর শর্তাবলী

- এলাকা: এমন জায়গা যেখানে আপনি কিছুক্ষণ অবস্থান করলেও সন্দেহ সৃষ্টি করবে না। একটা ভাল উদাহরণ হচ্ছে কবরস্থান। এসব জায়গায় বাস্তবসম্মত ছদ্মপরিচয় ব্যাবহার করতে হবে। এবং সহজে পৌছানো যায় এমন হতে হবে এলাকাটি (শুধু অস্ত্র মজুত করার ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম; অস্ত্র লুকাতে হবে যেখানে সহজে যাওয়া যায় না)।
- জায়গাটি সহজে দৃশ্যমান হতে হবে, এবং দীর্ঘ সময় বৃষ্টি ঝড়ের কারণে মালামালের ক্ষয়-ক্ষতি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

- *মাটির নিচে পুঁতে রাখা হলে অল্প বৃষ্টিতেই যেন অনাবৃত হয়ে না যায় এমন হতে হবে।*
- *(অস্ত্র পুঁতে রাখার ক্ষেত্রে) কমপক্ষে দুটি চিহ্ন দিয়ে জায়গাটিকে চিহ্নিত করতে হবে। সরাসরি মজুতের ওপরে না হয়ে কমপক্ষে ১০-১৫ ফুট দুরত্বে চিহ্নগুলো স্থাপন করতে হবে।*
- *চিঠি বা অনুরূপ কিছু রাখার সময় যে চিঠিটা তুলবে তার জন্য চিহ্ন রেখে যেতে হবে। যেমন, দুইটা পাথর রেখে গেলে তার অর্থ চিঠি/বস্তু রাখা হয়েছে। ৩টা পাথরের অর্থ কোন কারণে আপনি জিনিসটা রাখতে পারেন নাই। এসব চিহ্ন এলাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।*

সুবিধা

- *নিয়োজিত ভাইরা একে অপরকে দেখে না।*
- *পুলিশের রেইড হলে শুধু একজন ভাই আটক হবেন।*
- *যেকোন জায়গায় রাখা যাবে যেখানে লোকজনের আনাগোনা আছে, যেমন বাগান, গ্রন্থাগার, সিনেমা হল, স্কুল, দোকানপাট, শপিং সেন্টার, ইত্যাদি।*

অসুবিধা

- *দীর্ঘ সময় বস্তুটি রেখে দিলে আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।*
- *নিরাপত্তা বা পাহারা দেয়ার মত কেউ নেই।*
- *যদি এমন এলাকা হয় যেখানে লোকজন বেশী হাটাচলা করে না, আর সেখানে আপনার পায়ের ছাপ দেখা যায়, সেটা অনুসরণ করে কেউ লুক্কায়িত জিনিস পেয়ে যাবে।*
- *রাতের বেলায় সঠিক স্থানটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।*

যেসব বিষয়ে নজর রাখতে হবে

- নিশ্চিত করুন আপনাকে কেউ অনুসরণ করছে না। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে কেন আপনি অবস্থান করছেন তার একটা কাভার/বিবরণ তৈরি করে রাখুন।
- যা লুকাবেন তা ভালভাবে লুকাতে হবে এবং সুরক্ষিত থাকতে হবে।
- (চিঠি বা অনুরূপ কিছুর ক্ষেত্রে) রাখা এবং তুলে নেয়ার মাঝখানের সময়টুকু যেন দীর্ঘ না হয়।
- এই কাজে নিযুক্ত দুই ভাইকে ভাল সময়জ্ঞান রাখতে হবে। কাজটির সময় নির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত হতে হবে।

চিঠির ক্ষেত্রে:

- সংকেতের মাধ্যমে লিখতে হবে।
- কোন কিছুতে মোড়ানো থাকলে তা যেন দৃষ্টি আকর্ষক না হয়।

অস্ত্রের ক্ষেত্রে:

- ভালভাবে মোড়াতে/প্যাক করে নিতে হবে যাতে খোলা কঠিন হয়।
- ছোট ছোট প্যাকেটে ভরে নিতে হবে। সব এক ব্যাগে রাখা চলবে না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যদি কাউকে এসব তুলতে পাঠানো হয়, সে যেন পায়ে হেটে এসব সহজে বহন করতে পারে।
- যদি বিস্ফোরক হয়, ডেটোনেটরগুলো আসল বিস্ফোরক পদার্থের সাথে এক ব্যাগে ভরবেন না।

যে ড্রপ করছে (রেখে যাচ্ছে):

- নিশ্চিত হোন যে আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে না।
- নির্ধারিত স্থানে আইটেমটি রাখার পরই চিহ্ন স্থাপন করুন। যদি আগে চিহ্নটি বসানো হয়, আর আইটেমটি রাখার জায়গায় গিয়ে রেখে শেষ করার আগেই আপনাকে কোন কারণে চলে যেতে হয়, তাহলে যে জিনিস নিতে আসবে সে আশংকিত হয়ে পড়বে যে তার আগেই কেউ সেটা তুলে নিয়ে গেছে। দলের জন্য এটা অনাবশ্যক সমস্যার সৃষ্টি করবে।
- ড্রপ করার কাজ হয়ে গেলে তত্‌ক্ষণাৎ এলাকা ত্যাগ করে চলে যান।
- যাওয়ার সময় নিশ্চিৎ হোন আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না।

যে পিক-আপ করছে (তুলে নিচ্ছে):

- চিহ্নগুলোর দিকে তাকে মনোযোগ দিতে হবে। বিপদ চিহ্ন থাকলে আইটেমগুলোর ধারেকাছে যেন সে না যায়।
- তুলে নেয়া হয়ে গেলে তাকে চিহ্ন স্থাপন করতে হবে। (আগের মতই এটাও করতে হবে কাজ হয়ে যাওয়ার পর)
- কাজ হয়ে গেলে সে তত্‌ক্ষণাৎ এলাকা ত্যাগ করবে।

চিহ্নের শর্তাবলী

- এমন জায়গায় চিহ্নটি রাখা যাবে না যেখানে সহজে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, বাচ্চাদের খেলার জায়গায় পাথর ব্যাবহার করলে ধরে নেয়া যায় বাচ্চারা সেটা নিয়ে খেলবে, ফলে চিহ্নটি নষ্ট হয়ে যাবে।
- লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষক এমন কিছু না হয়।
- সন্দেহজনক না হয়।
- যে ড্রপ/পিক-আপ করছে শুধু সেই যেন চিহ্নটি স্থাপন করে।

- ড্রপ/পিক-আপ করা হয়ে গিয়েছে এটা বোঝানোর জন্য একটা চিহ্ন থাকতে হবে।
- চিহ্ন বসানোর আগে নিশ্চিৎ হতে হবে কেই আপনাকে অনুসরণ করছে না।
- কাজ শেষ হলে তবেই চিহ্ন স্থাপন করুন।
- লুকানো জিনিসের কাছাকাছি কখনও চিহ্ন স্থাপন করবেন না।

চার প্রকার চিহ্ন:

- ব্যাস্ত – কোন কারণে ড্রপ করা হয় নাই
- বিপদ – পিক-আপ বর্জন করুন
- ড্রপ করা হয়েছে
- পিক-আপ করা হয়েছে

কারও অজান্তে তার কাছ থেকে তথ্য নেয়া

এটা যেকোন জায়গায় ঘটতে পারে এবং সাধারণত পরিকল্পিতভাবে করা হয় না। হয়তো কারও সাথে গল্পগুজব শুরু করলেন এবং কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলেন সে কোন এক স্পর্শকাতর জায়গায় কাজ করে, যার সম্পর্কে আপনি তথ্য খুজছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের যুদ্ধে যখন এক কুরাইশ বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তিনি এই কৌশল ব্যাবহার করেছিলেন। তিনি জানতে চাচ্ছিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে লড়তে কতজন শত্রু জড়ো হয়েছে। প্রশ্নটি সরাসরি না করে (কারণ এতে লোকটি সাথীদের সাহায্যার্থে মিথ্যে বলতে পারে) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তারা কতগুলো উট জবেহ করেছে। লোকটি বলল প্রতিদিন ১০টা করে। রাসূল তখন হিসাব করলেন এক একটা উট ১০০ জনের মত খেতে পারে। বাস্তবিকই দেখা গেল সেদিন কুরাইশদের নেতৃত্বে ১০০০ লোক ছিল।

প্রথমে আপনি এমন কোন বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে শুরু করুন যা আপনি যে বিষয়ে আসলে জানতে চান তার সাথে সম্পৃক্ত মাত্র। তারপর ধীরে ধীরে আপনি আসল বিষয়টিতে চলে যান। তার চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন সে কোন জিনিসে বা কি ধরণের জিনিসে আগ্রহী। তাকে খাবার বা পানীয় দিতে পারেন। বাসে থাকলে আপনি যদি চকলেট বের করেন, তাকেও একটি চকলেট দিন। এতে তার মন আপনার দিকে ঋজু হবে। তাকে এমন ধারণা দিবেন যে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধিমান - মানুষের স্তুতি পছন্দ করাটা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে সে যদি শঙ্কাপন্ন হয়ে থাকে।

তাকে প্রশ্ন করার সময় সে যা বলছে সেটা নিয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করবেন না, এতে তার মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে আপনি তার কাছ থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করছেন, এবং এটা কোন সাধারণ কথোপকথন নয় বরং একটা জেরা। প্রশ্ন করার সময় তার কাছ থেকে কি তথ্য নিবেন তা মনে মনে নোট করে রাখুন। এমনভাবে প্রশ্ন করবেন যেন মনে হয় কথাবার্তা থেকেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নগুলো আপনার মনে আসছে, আকাশ থেকে পড়ছে না। একই প্রশ্ন একবারের বেশী করবেন না

(যদিও হয়তো আপনার আরও পরিষ্কার উত্তর প্রয়োজন অথবা আপনি তার কথা বুঝতে পারেন নাই)। উত্তর দেয়ার সময় তার মুখের অভিব্যক্তিগুলো খেয়াল করুন। প্রশ্ন করার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, এতে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে আপনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। সে কোথায় নেমে পড়বে তা আপনার জানা থাকা উচিৎ, যাতে আপনার হাতে প্রশ্ন করার জন্য কতটুকু সময় আছে তার একটা ধারণা আপনি করতে পারেন। সব প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেলে ধীরে ধীরে আপনাকে অন্য বিষয়ে চলে যেতে হবে। যাত্রার শেষ পর্যন্ত যে বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলেন সে বিষয়ে কথা বলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নোত্তরের আগে যেসব বিষয় প্রস্তুত করতে হবে

- এধরণের ব্যাপারটা এমন যে আগে থেকে পরিকল্পনা করা হয় না (যদি না আপনার কাছে তার সম্পর্কে তথ্য থাকে, এবং ইচ্ছে করেই আপনার সাথে তার 'হঠাৎ দেখা' হয়ে যায়)।
- তার চরিত্র এবং বয়স সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করুন (যদিও অল্প আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা করা কঠিন)। আপনি নিশ্চই ৭০ বছর বয়সী কাউকে প্রশ্ন করবেন না সে ফুটবল খেলে কি না।
- এটা মাথায় রাখবেন যে যেই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আপনি জানতে চাচ্ছেন সেখানে তার পদ কি। সে যদি সেখানে স্রেফ একজন কেরাণী হয়, তাকে বেশী প্রায়োগিক বা বিস্তারিত প্রশ্ন করে লাভ নেই কারণ সম্ভবত সে সেসব জানবে না।
- তার দুর্বলতা বের করার চেষ্টা করুন। যেমন, সে যদি তোষামোদ পছন্দ করে তাকে ক্রমাগত প্রশংসা করে যান। সে কোন বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য দিলে তাকে তোষামোদি করে প্রশ্ন করুন সে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে।
- তার পছন্দনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলুন। এর অর্থ চলতি বিষয়াদি সম্পর্কে আপনাকে অবগত থাকতে হবে (শুধু খবরাখবর না, বরং শোবিজের খবর যেমন ফুটবল, সিনেমা, ইত্যাদি)।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিভাবে কারও সাথে সুন্দর ব্যাবহার করতে হয় এবং দেখাতে হয় যে আপনি তার বন্ধু।

কি ধরণের প্রশ্ন করতে হবে

- তার দুর্বলতাকে তার বিরুদ্ধে ব্যাবহার করুন। সে যদি বাচাল হয় তবে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। অনেকে আবার দাম্ভিক হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে যদি সে আপনাকে বলে তার বয়স ৩৫, আপানি তাকে বলুন আপনি অবাক হয়েছেন কারণ তাকে দেখতে ২৫ মনে হয় – অর্থাৎ তার প্রশংসা করুন।

- প্রশ্নগুলো হতে হবে ছোট ছোট।
- সহজে বোঝা যায় এমন প্রশ্ন করুন।
- এমন ভাব দেখান যে যেই বিষয়ে আপনি জানতে চাচ্ছেন সেব্যাপারে আপনি বেশী কিছু জানেন না।

জিজ্ঞাসাবাদ/জেরা

জিজ্ঞাসাবাদ বা জেরাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: পুলিশের জেরা এবং গোয়েন্দা বিভাগের জেরা। দুইটা দুরকম। আমরা দ্বিতীয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

যেসব বিষয় উঠে আসবে তাতে মূলত দুটি উপকার হবে। প্রথমটা হচ্ছে ভাইদেরকে জেরা কিভাবে পরিচালনা করা হয় সেসম্পর্কে তথ্য দেয়া যাতে তারা জেরা সামলাতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এসব পদ্ধতি (এর মধ্যে যেগুলো জায়েয) ব্যাবহার করে ভাইরা নিজেরাও নিরাপত্তা কর্মী, গুপ্তচর, ইত্যাদি, এদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।

প্রাথমিক পর্যায়

- আপনাকে আটক করার পর তারা তত্ক্ষণাৎ জেরা শুরু করার চেষ্টা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে চিন্তা করার কোন সময় না দেয়া, কারণ আপনি নতুন এই পরিবেশে আকস্মিকতার মধ্যে থাকবেন।
- আপনাকে তারা ক্ষুধার্ত রাখবে। আপনাকে অপমান করার চেষ্টা করবে যাতে আপনি রেগে যান এবং স্বাভাবিক চিন্তা না করতে পারেন। এর সাথে সাথে তারা আপনাকে আপনার পরিবারের কথা মনে করাতে শুরু করবে (এটা সাধারণত কিছুক্ষণ পর করা হয়), যাতে আপনি দুর্বল হয়ে পড়েন আর তারা আপনার কাছ থেকে তথ্য বের করতে পারে।
- তারা বিভিন্ন কৌশল ব্যাবহার করবে আপনার দৃঢ়তা ভাঙার জন্য। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনাকে তাদের আকাঙ্খিত তথ্যের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি। আরেকটা হচ্ছে কাউকে নির্জন কারাবাসে রাখা এবং তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা, যেমন অন্ধকারে রাখা, জেরাকারী ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলতে না দেয়া, তার দিকে খাবার ছুড়ে দেয়া (তার সাথে পশুর মত আচরণ করা)। এগুলো কাউকে দুর্বল করার কৌশলাদির কয়েকটা মাত্র।

প্রশ্নপর্ব

- প্রশ্ন শুরু হওয়ার আগে প্রশ্নকারীর একটি উদ্দেশ্য থাকে।
- তারা এমন প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবে যার উত্তর তাদের জানা, যেমন আপনার পরিবারের সদস্যদের নাম, তারা কি করে, ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে পরখ করে দেখা আপনি সত্য বলতে শুরু করবেন না শুরু থেকেই মিথ্যা বলবেন।
- প্রশ্ন দ্রুত বা ধীরে ধীরে করা হয়। দুটাতেই সুবিধা অসুবিধা আছে।
- সবকিছু রেকর্ড করা হয়। একজন প্রশ্ন করে আর আরেকজন থাকে আপনার মুখের অভিব্যক্তি এবং প্রশ্নের সাথে সাথে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করার জন্য।
- ভাল পুলিশ, খারাপ পুলিশ, গম্ভীরভাবে, ঠাট্টা-তামাশার সাথে, ইত্যাদি কোন পদ্ধতিতে আপনাকে তারা জেরা করবে সেটা নির্ভর করে আপনাকে তারা কিভাবে বিশ্লেষণ করেছে তার ওপর। তারা মনস্তত্ত্ববিদ ব্যাবহার করে যে আপনার পূর্বইতিহাস, বন্দি অবস্থার সাথে কিভাবে মানিয়ে চলছেন, ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে আপনাকে বিশ্লেষন করে এবং আপনার কাছ থেকে সর্বোত্তম কোন উপায়ে তথ্য বের করা যায় তা প্রস্তাব করে। তাদের নজরে যেকোন সম্ভাব্য দুর্বলতা পড়লে তা তারা ব্যাবহার করবে। যেমন যদি তারা দেখে যে আপনি লাজুক এবং বিনয়ী, আপনাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে এমন কৌশল তারা বেশী বেশী ব্যাবহার করবে, যেমন নারী কর্মী দ্বারা আপনাকে বিবস্ত্র করে তল্লাশী করা, এবং এরকম আরও পদ্ধতি। তাই আপনাকে সব দুর্বলতা গোপন করতে হবে যাতে তারা সেগুলোকে আপনার বিরুদ্ধে ব্যাবহার করতে না পারে।
- প্রশ্নগুলোর উত্তর ধীরে ধীরে দেয়া শিখতে হবে। মাঝে মাঝে ভান করতে পারেন যে আপনি প্রশ্নটি শুনতে পান নাই বা বোঝেন নাই। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবার জন্য সময় বের করে নেয়া।

জেরা ঘর

- জেরা করার জন্য ব্যাবহৃত ঘরটা হবে বৈশিষ্ট্যহীন। রঙ সাধারণত সাদা হয়। কোন আসবাবপত্র থাকবে না। এমন কোন কিছুই থাকবে না যা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। যে চেয়ারে আপনাকে বসতে দেয়া হবে তা আরামদায়ক হবে না। কোন জানালা থাকবে না। পারিপার্শ্বিক শব্দ আসার কোন উপায় থাকবে না (উদ্দেশ্যমূলক কারণ ছাড়া)। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে জেরা চলাকালে আপনার মন অন্যদিকে যাওয়ার সুযোগ না পায়।

সাধারণ কিছু পয়েন্ট

- আপনার কাছে পাওয়া জিনিসপত্র তারা জেরায় ব্যাবহার করবে। তাই সবসময় খেয়াল রাখুন আপনার কাছে কি কি আছে। আটক হওয়ার সময় আপনার কাছে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এমন জিনিস যা আছে তা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করুন, যেমন SD কার্ড, কাগজে লেখা তথ্য, ইত্যাদি।
- প্রহরীরা আপনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে পারে। কোন একজন দেখানোর চেষ্টা করবে যে সে অন্যদের চেয়ে আলাদা, যাতে সে আপনার আস্থা লাভ করতে পারে। জেনে রাখুন যে তার উদ্দেশ্য আপনার কাছ থেকে তথ্য হাসিল করা। তথ্য বের করার আরেক পদ্ধতি হচ্ছে আপনাকে অন্য সহবন্দিদের সাথে রাখা। আপনি কখনই এদের আসল পরিচয় জানতে পারবেন না। তারা বলবে তারা এই জায়গায় ৫ বছর ধরে আছে কারণ তারা সহযোগিতা করে নাই। তাই সে আপনাকে উপদেশ দিবে যে সবকিছু বলে দেয়াই ভালো। আর যদিও বা তারা আপনাকে পরিচিত ভাইদের সাথে রাখে, তাদের উদ্দেশ্য আপনাদের কথাবার্তার ওপর আড়ি পাতা।
- তারা আপনাকে একই প্রশ্ন নিয়মিত বিরতিতে করবে। তারপর আপনার জবাবগুলো তারা তাদের নোটের সাথে মিলিয়ে দেখবে। আপনাকে একটা যুক্তিসঙ্গত মিথ্যা মনে রাখতে হবে এবং সেটাই বারবার বলতে হবে। যদি কথার এদিক সেদিক হয়, কখনও স্বীকার করবেন না যে আপনি মিথ্যা বলেছেন। দাবি করুন যে আপনি প্রশ্নটা বুঝতে পারেন নাই।
- তারা যদি আপনার মনোবল ভাঙতে ব্যর্থ হয়, আপনাকে ৫টা সম্ভাব্য প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করবে:
    - আপনি আপনার দলের জন্য শঙ্কিত, অর্থাৎ আপনি চান না তাদের কোন ক্ষতি হোক।
    - আপনি আপনার দলকে ভয় পাচ্ছেন, অর্থাৎ তথ্য দেয়ার কারণে আপনার ওপর তারা প্রতিশোধ নিতে পারে।
    - আপনি একগুয়ে, তারা আপনাকে কি করে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না; আপনি কোনক্রমেই তথ্য দেবেন না।
    - আপনি এমন তথ্য দিয়ে দেয়ার ফল নিয়ে শঙ্কিত; যেমন মৃত্যুদন্ড।
    - আপনাকে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং আপনি জানেন কিভাবে জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ সামলাতে হয়।
- কখনও স্বীকার করবেন না যে আপনি প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। এর অর্থ আপনি উত্তরটি জানেন। সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে দাবি করা যে আপনি উত্তর জানেন না। আমরা নিজেদের ওপর থেকে যতটুকু সম্ভব চাপ কমাতে চেষ্টা করব।

- **অনুবাদকের নোট:** উপরোক্ত পয়েন্টগুলো সেসব দেশের জন্য প্রযোজ্য যেখানে আপনার চুপ থাকার অধিকার নেই, যেমন পাকিস্তান, ইরাক, ইত্যাদি। এসব দেশে আপনার 'মানবাধিকার' লঙ্ঘন করা হবে এবং আপনার ওপর শারিরিক নির্যাতন করা হবে যদি প্রশ্নের জবাব না দেন। কিন্তু পশ্চিমে, যেখানে কেউ আপনাকে জবাব দিতে বাধ্য করতে পারবে না, সেখানে এসব জেরার জন্য উপদেশ হচ্ছে সব প্রশ্নেই 'মন্তব্য নেই' বলা, এমনকি সেসব প্রশ্নেও যেখানে আপাতদৃষ্টিতে জবাব দেয়া আপনার জন্য ভাল হবে বলে মনে হয়, যেমন 'বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?' এমন প্রশ্নে তত্ক্ষণাৎ মনে হতে পারে 'না' বলাই ঠিক হবে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিলে আরো অনেক প্রশ্নের দুয়ার খুলে যাবে। যদি মামলা আদালতে যায়, সেখানে আপনি চাইলে নিজের সমর্থনে কথা বলতে পারবেন।
- মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করুন। আপনাকে যদি তারা একটা কাগজ দেয় প্রশ্নের জবাব লেখার জন্য, জবাব লেখার আগে প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাল করে চিন্তা করে নিন।
- জবাব খুব ধীরে দেবেন।
- অপ্রয়োজনীয় চাপ নিজের ওপর টেনে আনবেন না।
- যেকোন পরিণামের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। অবাক হবেন না যদি আপনাকে প্রহার করা হয়, ইত্যাদি।